NARSINGHA

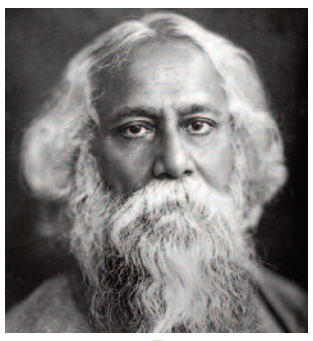

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে জমজমাট থ্রিলার ছবি 'দুর্গাপুর জংশন' ৮

কলকাতা ৯ মে ২০২৫ ২৫ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 9.5.2025, Vol.18, Issue No. 326 8 Pages, Price 3.00

খতম হল কান্দাহার বিমান অপহরণের মাস্টারমাইন্ড

নয়াদিল্লি, ৮ মে: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাব দিয়ে বুধবার মধ্যরাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত ৯টি জায়গায় আঘাত হানে ভারতীয় সেনা। কাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। ভারতের এই 'অপারেশন সিন্দুর'- জইশ-ই-মহম্মদের হেডকোয়ার্টার গুঁড়িয়ে যায়। সেখানেই ছিল আধুল রউফ আজহার। মৃত্যু হয় তার। জইশের অন্যতম মাথা ছিল রউফ আজহার ১৯৯৯ সালে কান্দাহার বিমান অপহরণের মাস্টারমাইন্ডও সে। ২০০২ সালে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্ল পাকিস্তানে গিয়েছিলেন সংবাদ সংগ্রহে। সেইসময় বাড়িতে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা। ড্যানিয়েলকে অপহরণ করে জঙ্গিরা। শিরশ্ছেদ করে খুন করে। আধুল রউফ আজহারকে ভারত নিকেশ করার পর মার্কিন-ইহুদি সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লের ২৩ বছর আগের জঙ্গিদের হাতে বন্দি থাকাকালীন ছবিগুলি আবার সামনে এনেছেন আমেরিকার সমাজকর্মী অ্যামি মেকেলবার্গ।

হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু ৬ পর্যটকের

দেরাদুন, ৮ মে: যাত্রীসমেত ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায়। মৃত্যু হয়েছে ছ'জন পর্যটকের। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে হেলিকপ্টারটি দেরাদুন থেকে হারসিল হেলিপ্যাডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ভিতরে মোট ছ'জন যাত্রী ছিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পরই উত্তরকাশী জেলায় কপ্টারটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রাও।

জম্মুতে আঘাত হানার চেষ্টা, প্রত্যাঘাতে পেল কড়া জবাব

জম্মুতে ভূপতিত ৮ পাক রকেট ও ৩ যুদ্ধ বিমান

তীব্র প্রত্যাঘাতে বেশ কিছু পাক শহরে হামলা, জল-স্থল-বিমানবাহিনীর একযোগে আক্রমণ, আইএনএস বিক্রান্ত থেকে তীব্র আক্রমণে লণ্ডভণ্ড করাচি বন্দর

আইপিএলের মাঝে নিভল ফ্লাডলাইট

ধর্মশালা, ৮ মে: পঞ্জাবের একাধিক এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে পাক সেনা। ব্ল্যাকআউট রাজ্যের একাধিক জেলা। তার মধ্যেই আলো নিভে গেল ধর্মশালা স্টেডিয়ামে। আইপিএলের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল পঞ্জাব কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। খেলা চলাকালীন আচমকাই একটি ফ্লাডলাইট বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মশালায় বাতিল করা হয়েছে ম্যাচ। মাঠের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শকদের মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লি, ৮ মে: রাতের আঁধারে নির্লজ্জের মতো ভারতে হামলা চালাল পাকিস্তান। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও দেশের একাধিক এলাকা লক্ষ্য করে মিসাইল ছুড়ল পাক সেনা। তবে তাদের এই নাশকতার উদ্দেশ্য আবারও ব্যর্থ করেছে ভারত। 'শত্রু' পাকিস্তানের আটটি মিসাইল আটকে দিয়েছে ভারতের এস-৪০০ সিস্টেম।পাল্টা প্রত্যাঘাত শুরু করেছে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার রাতে পর পর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে জম্মুতে। আখনুর, সাম্বার মতো জায়গায় সাইরেন বাজতে শোনা গিয়েছে। পাকিস্তানের দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপার থেকে একাধিক রকেট উড়ে আসতে দেখা গিয়েছে। সম্পূর্ণ 'ব্ল্যাকআউট' করে দেওয়া হয় এলাকায়। সূত্রের খবর, ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাক হামলা প্রতিহত করতে সক্রিয় হয়েছে। জানা গিয়েছে, শুধু জম্মু নয়, পঞ্জাবের বেশ কিছু জায়গা থেকেও ভারী বোমা বর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তানের মোট আটটি ক্ষেপণাস্ত্র ভারত ধ্বংস করেছে। পাক হামলার নিশানায় ছিল মূলত জম্মু বিমানবন্দর, সাম্বা, আরএস পুরা, আরিনা এবং সংলগ্ন এলাকা। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ দিয়ে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আটকানো হয়েছে বলে খবর। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও দু'টি পাকিস্তানি ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে।সমগ্র জম্মু শহরে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জম্মু বিমানবন্দর, পাঠানকোটের বায়ুসেনার ঘাঁটিতে সাইরেন বাজতে শোনা গিয়েছে। সাইরেনের শব্দ শোনা গিয়েছে বারামুলা, কুপওয়ারার মতো এলাকাতেও। এ ছাড়া শহরের নানা প্রান্ত থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে।শুধু জম্মু নয়, সীমান্ত সংলগ্ন পঞ্জাবের বিভিন্ন অংশেও 'ব্ল্যাকআউট' করা হয়েছে। পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের ডেপুটি কমিশনার আশিকা জৈন জানিয়েছেন, বায়ুসেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শহরে 'ব্ল্যাকআউট' করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না-আসা পর্যন্ত ব্ল্যাকআউট চলবে। অমৃতসরেও ব্ল্যাকআউট'করা হয়েছে।

হামলা হলে ফের প্রত্যাঘাত হবে, সর্বদল বৈঠকে ঘোষণা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৮ মে: নিজে উপস্থিত ছিলেন না। তবে সর্বদল বৈঠকে দেশবাসী তথা বিরোধীদের বার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী নেতাদের সামনে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পাঠ করে শোনান। রাজনাথের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'কঠিন পরিস্থিতিতে এই সময় দেশের প্রতিটি নাগরিকের একজোট থাকা প্রয়োজন।' একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এমনটাই দাবি। সূত্রের খবর, অপারেশন সিন্দুর সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, এই অভিযানে অন্তত ১০০ জন পাক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তান যদি ফের হামলা চালায়, তাহলে আবারও প্রত্যাঘাত করবে ভারত।

অপারেশন সিঁদুরের একদিন পরই এ নিয়ে বিরোধীদের কাছে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে সর্বদল বৈঠকের ডাক দেয় সরকারপক্ষ। এদিনের বৈঠকে বিরোধীদের তরফ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতা রামগোপাল যাদব, আপের সঞ্জয় সিং, শিবসেনা উদ্ধবের সঞ্জয় রাউত, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলেরা। আর কেন্দ্রের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া প্রথম সারির প্রায় সব মন্ত্রীই উপস্থিত। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও ছিলেন।

সূত্রের খবর বিরোধীদের অপারেশন সিন্দুর সম্পর্কে সব তথ্য দেন রাজনাথ সিং। তিনি জানান, অপারেশন সিন্দুরে একেবারে নিখুঁতভাবে পাক জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে সেগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা। তাতে অন্তত ১০০ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। মোদির বার্তাও তিনিই পড়ে শোনান। সূত্রের খবর, উপস্থিত বিরোধী নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারত যুদ্ধ চায় না। কিন্তু এরপর পাকিস্তান কোনওরকম বাড়াবাড়ি পদক্ষেপ করলে আরও তীব্র প্রত্যাঘাত হবে। সেটার প্রস্তুতিও চূড়ান্ত। বস্তুত সর্বদল বৈঠকে কেন্দ্রের এই ঘোষণাকে আরও বড় পদক্ষেপের পূর্বাভাস হিসাবেই দেখা হচ্ছে। উপস্থিত বিরোধী নেতারাও জানিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যা যা পদক্ষেপ কেন্দ্র করতে চায়, সব পদক্ষেপের পাশে আছে বিরোধী শিবির। তবে সেসবের পাশে একাধিক প্রশ্নও উঠছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী কেন এই সর্বদল বৈঠকে থাকলেন না? রাহুল গান্ধি আবার এই ইস্যুতে সংসদ অধিবেশন ডেকে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার বার্তা দেন। যদিও সেই প্রস্তাব নিয়ে সরকার কিছু বলেনি। তৃণমূলের তরফে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ নিয়েও কেন্দ্রকে সতর্ক থাকার বার্তা দেন।

পাকিস্তানের 'জঙ্গি-যোগ' সারা বিশ্বের সামনে আনল ভারত

নিহত জঙ্গিদের কফিনে পাক পতাকা!

নয়াদিল্লি, ৮ মে: 'অপারেশন সিন্দুরে' নিহত জঙ্গিদের কফিনে পাকিস্তানি জাতীয় পতাকা জড়ানো। 'রাষ্ট্রীয় মর্যাদা'য় তাদের শেষকৃত্য হয়েছে। এ ভাবেই বৃহস্পতিবার আরও এক বার পাকিস্তানের জঙ্গিযোগের কথা প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'পাকিস্তানে জঙ্গিদের শেষকৃত্য হয়তো এ ভাবেই হয়!' বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক বৈঠকে বিক্রম মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এই পাকিস্তানেরই অ্যাবত্তাবাদে লুকিয়ে ছিল আল-কায়দার প্রাক্তন প্রধান ওসামা বিন লাদেন।' যেখানে তাকে নিকেশ করে আমেরিকা। বিশ্বের বেশির ভাগ জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় পাক-যোগের কথা স্মরণ করিয়ে বিক্রম আমেরিকাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, লাদেনকে একদা আশ্রয় দিয়েছিল এই পাকিস্তানই। ৭ মে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অভিযান চালিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারত। পাকিস্তান দাবি করেছে, ওই হানায় তাদের দেশের সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় বিদেশ সচিব। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, বেছে বেছে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। প্রতিবেশী দেশের সেনাঘাঁটিকে কোনও ভাবেই লক্ষ্য করা হয়নি। এর পরেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যদি সাধারণ নাগরিক নিহত হতেন, তা হলে কি তাঁদের কফিনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা জড়িয়ে এ ভাবে শেষকৃত্য করা হত? তাঁর কথায়, 'বুধবার শেষকৃত্য হয়েছে সেখানে জঙ্গিদের। সমাজমাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। যদি সাধারণ নাগরিক নিহত হতেন, তা হলে কী এই ছবি দেখা যেত? জঙ্গিদের দেহ পাকিস্তানি পতাকায় মুড়ে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হয়েছে। হয়তো জঙ্গিদের শেষকৃত্য এ ভাবেই হয় পাকিস্তানে।' পাকিস্তান দাবি করেছে, তাদের ধর্মীয়স্থলেও হামলা চালিয়েছে ভারত। সেই দাবিও উড়িয়ে দিয়েছেন বিক্রম। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তান আসলে ধর্মীয়স্থানকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। সেখানে জঙ্গিদের মগজধোলাই করা হয়। পুঞ্চে ওরাই গুরুদ্বার লক্ষ্য করে হামলা করেছে।' বিদেশসচিব বলেন, 'পাকিস্তান আসলে এই অভিযান নিয়ে ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে।' 'সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন' করতে চাইছে। তাঁর কটাক্ষ, 'পাকিস্তানের মন্ত্রী বলেছেন, সেখানে জঙ্গি নেই। প্রমাণ রয়েছে ওদের বিরুদ্ধে। সারা দুনিয়ার অনেক সরকারি সংস্থার কাছে ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রয়েছে। লাদেন কোথায় ছিল, কে তাকে শহিদ বলেছে, সব প্রমাণ রয়েছে।'

যুদ্ধের আবহে কড়া সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাতে ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর থেকে যুদ্ধ জিগির মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সীমান্তে সংঘাত তো বটেই, একে অন্যের ভূখণ্ডে ঢুকেও আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ চলছে। এই পরিস্থিতিতে বাজারদর নিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সতর্কবার্তা, 'যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, তাতে সবাইকে বলছি, নিজেদের ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখতে। হয়ত ভাবছেন যে কাশ্মীরের উপর দিয়ে সব যাবে। কিন্তু তা নয়। আমাদেরও সমস্যা হতে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হবে। এই পরিস্থিতির সুযোগে কেউ যেন কালোবাজারির চেষ্টা না করে। এসব এখন বরদাস্ত করা হবে না। বাজারে জিনিসপত্রের দাম হুট করে বাড়িয়ে দেবেন না কেউ। সরকার সর্বদা নজর রাখবে।' এছাড়া বাজারে মাছ-মাংসের দামও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে বলে কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কি না, তা নজরে রাখতে রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্স রয়েছে। শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে নিয়মিত তার নজরদারি করেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এনিয়ে পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে বৈঠক করেন। সেইমতো, বৃহস্পতিবার বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি বাজারদর খতিয়ে দেখে বলেন, 'আপাতত বাজারদর নিয়ন্ত্রণে আছে। গত বছর এই সময়ে যা দাম ছিল, এবছর তা কমেছে অনেকটাই। আলু, পিঁয়াজ, আদা, রসুন সব কিছুর দামই কমেছে। এটাই বজায় রাখতে হবে। বাজারে দাম যেন এর চেয়ে বেশি না হয়। এই পরিস্থিতিতে হয়ত অনেকে ভাবলেন, সীমানা এলাকাগুলো নিয়ে খাদ্যসামগ্রী অন্য রাজ্যে রপ্তানি করে দেবেন, তা কিন্তু হবে না। আগেরবার আমি বারণ করা সত্ত্বেও আলু অন্যত্র চলে গিয়েছে। এবার কিন্তু সর্বদা পরিস্থিতি নজরে রাখছে সরকার।'

মুখ্যমন্ত্রীর আরও কড়া বার্তা, 'মনে রাখবেন, এসময়ে এসব করা কিন্তু অপরাধের সমান। সরকার ঠিক সময়ে ঠিক ব্যবস্থা নেবে।' বাজারের চেয়ে 'সুফল বাংলা' স্টলগুলিতে সবজির দাম কিছুটা কম। সেকথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, সুফল বাংলা স্টল খুব ভালো কাজ করছে। আরও ১০০টি স্টল বাড়ানো হবে।

ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে কর্মীদের ছুটি বাতিল করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহে এ বার সরকারি কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল করা হল। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে।

নবান্নের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, আগে থেকে যাঁরা ছুটি নিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের ছুটিও বাতিল করতে হবে। কেবলমাত্র যাঁরা শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছিলেন, তাঁদের ছুটি বহাল থাকবে। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দফতরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কেউ ছুটি নিতে পারবেন না।

নবান্নের নির্দেশিকার পরেই পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুরসভা। অনির্দিষ্টকালের জন্য কলকাতা পুরসভার সমস্ত ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে সমস্ত দপ্তরের বিভাগীয় আধিকারিকদের বার্তাও দিয়েছেন কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সমস্ত বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষত রাতের বেলা যে কোনও রকম পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে তাদের। ত্রিপল-সহ অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলা সামগ্রী এবং ত্রাণের জন্য চাল, ডাল, শুকনো খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। প্রয়োজনে নতুন করে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে কলকাতা পুরসভার কন্ট্রোল রুম।

আধিকারিকদের সব সময়ের জন্য কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ছাড়া, টালা ট্যাঙ্ক-সহ কলকাতা পুরসভার সমস্ত স্থাপত্য এবং জলাধারে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের মোবাইল সবসময় অন রাখতে হবে। রাতেও যেন মোবাইল বন্ধ না করা হয়, এমনই নির্দেশ কলকাতা পুরসভার।

পাকিস্তানের ওয়েবসিরিজ ও সিনেমার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ মে: পাকিস্তানের যাবতীয় সিনেমা, গান, ওয়েবসিরিজ ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দিতে বলল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার এই মর্মে বিবৃতি জারি করেছে নয়াদিল্লির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সেখানে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে তৈরি ওয়েবসিরিজ, সিনেমা, গান, পডকাস্ট বা এই ধরনের যে কোনও জিনিস সম্প্রচারের মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সাবস্ক্রিপশনের ভিত্তিতেও সেগুলি রাখা যাবে না। অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছে সরকার।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করে, দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকারক বা হিংসা ছড়ায় এমন বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। ভারতের সংহতি, অখণ্ডতা, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও তথ্য যাতে সম্প্রচারিত, প্রকাশিত না-হয়, প্রচারকারী মাধ্যমগুলিকে তা মাথায় রাখতে হবে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'ভারতে সংঘটিত অনেক সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে যে জঙ্গি হামলা হল, তাতে অনেক ভারতীয় এবং এক নেপালি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। তাই জাতীয় সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে সকল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, চ্যানেল এবং প্রচারকারী মাধ্যমকে পাকিস্তানে তৈরি ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, গান, পডকাস্ট অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

ফিদায়েঁ হামলা চালাতে পারে জইশ-লস্কর

নয়াদিল্লি, ৮ মে: এ বার ফিদায়েঁ হামলা চালাতে পারে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর- এ-তইবার জঙ্গিরা। গোয়েন্দা সূত্র মারফত এমন তথ্য হাতে আসার পরেই কড়া সতর্কতা জারি করা হল জম্মু-কাশ্মীর এবং পঞ্জাবে। কড়া সতর্কতা বিহারেও। সেখানে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি নিয়ে বৈঠক বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। নয়াদিল্লিতেও জরুরি বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন প্রধান।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩৩ নং এফিডেভিট বলে Jiyarul Rahaman Mallick S/o. Ismail Mallick ও Ziarul Rahaman Mallick S/o. I. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Malay Kumar Pandit ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santosh Kumar Pandit ও S. Pandit উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ ১৮/০৩/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ পিতা বিধুভূষণ দেবনাথ ও নারায়ন দেবনাথ পিতা- বিধুভূষণ দেবনাথ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি সমীর মন্ডল ৮/৪/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা কমল মন্ডল ও কমল সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি Kshirmohan Barman জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটেড Kshirmohan Barman S/o- Late Suresh Barman ও Khirmohan Barman S/o- Suresh Ch. Barman উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar Beriwal, S/o, Late Murli Mohan Beriwal, residing at CD-205, Salt Lake, Sector1, Bidhannagr, North 24 Parganas-700064, solemnly affirm and declare Before the Notry Public at Bidhannagar vide Affidavit No. 1194 dated 08th May 2025. That my father's actual name is Late Murli Mohan Beriwal. That Late Murli Mohan Beriwal and Late Murli Mohan Agarwal are the same and one identical person.

DECLARATION

I, Sabina Begam, W/o- Habib Ali Shah residing at Vill- P.O-Depal, P.S- Ramnagar, Dist- Purba Medinipur, 721453 W.B., Shall be known as Sabina Begam as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Contai Court Vide no. **1071 dated 24/04/2025** Sabina Bagam and Sabina Yasmin Begam is the same and Identical person and there is no the person in this name and Address.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই মে, ২৫ শে বৈশাখ। শুক্র বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি। খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ । প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
সমাজ সংস্কারক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

AFFIDAVIT

I, HIMANGSHI SAHA D/O Rajesh Kumar Saha residing at Nirmal Rekha Apartment, 201/1, Banerjee Para Road, Rakhakali Tala, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagaddal, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743127 do hereby declare vide affidavit Serial No. 161 filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 03.05.2025 that my father's full, fair and correct name is RAJESH KUMAR SAHA and it is recorded in my Aadhar card, PAN card and other relevant documents but in my school certificates of Class-X and Class-XII issued by CBSE and ICSE respectively, his name has been recorded as RAJESH SAHA inadvertently. RAJESH KUMAR SAHA and RAJESH SAHA is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, RAHUL KUMAR SHAW S/O DIPAK KUMAR SHAW residing at H. No. 37/1, BL. No. 17, P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743126 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 06.05.2025 that my father's correct and actual name is DIPAK KUMAR SHAW and it is recorded in my Aadhar card and as well as his Aadhar card but my father's name has been wrongly recorded as DIPAK SHAW in my Admit Card, Marksheet and Registration Certificates issued by WBBSE and other educational documents. DIPAK KUMAR SHAW and DIPAK SHAW is the same and one identical person.

NOTICE

The Public at large is hereby notified on behalf of my clients Abhay Kumar Jain and Meeta Jain, both residents of Arihant Building, 3rd Floor, 34/1N Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700019, that my clients have disowned their elder son Sailesh Kumar Jain and his family member ie his wife Namrata Jain and his son and daughter due to their repeated acts of misconduct, including threats and attempts to unjustly claim on my clients movable and immovable properties
Henceforth, they shall not inherit any of the properties of my clients and not to be entitled to any share in the movable/ immovable properties or any other assets of my clients and they shall further not be entitled to the probate of any will of my clients nor will they be recognized as part of my clients family in any manner. My clients have no concerns with their son Sailesh Kumar Jain and his family members.
Any person dealing or transacting with aforesaid son and his family members in any respect of my clients shall be doing that at his/her or their own risks, general public please take note.

Sd/- Soni Ara (Advocate)
Enrl: F/3066/2021, Date: 07.05.2025

আমমোক্তারনামা

১) সাহেরা মোল্লা, স্বামী-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, ২) সামসোন্নেসা সেখ, স্বামী- সেখ ইব্রাহিম আলি, ৩) বদরুননেসা বেগম, স্বামী-কাজী আবুল সামাদ, ৪) হানুফা বেগম, স্বামী-নইমউদ্দিন মল্লিক, ৫) সরিফা মোল্লা, স্বামী-জুলফিকার আলি মোল্লা, ৬) রেজিনা বেগম, স্বামী-সাবিত আহমেদ, ৭) লিলিফা খাতুন, পিতা-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, ৮) সাবিনা ইয়াসমিন, স্বামী-ইসমাইল মোল্লা, ৯) সাবানা খাতুন, পিতা-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, ১০) রেশমা খাতুন, পিতা-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, সর্ব্ব সাং ও পিত্রালয়-বহরমপুর, পোঃ-বড়া, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, বিগত ইং ১৯.১২.২০২৩ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬১১৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (১) কৃষ্ণচন্দ্র কোলে, পিতা-শ্যামচরণ কোলে, (২) অরিন্দম দাস, পিতা-গোপাল দাস উভয়ের সাং ও পোঃ পহলামপুর, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-বোড়াই, ৮৬ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. দাগ ২১৫ নং দাগে ৭.৯২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলের মাধ্যমে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেয়ে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে (১) কৃষ্ণচন্দ্র কোলে, পিতা- ঁশ্যামচরণ কোলে, (২) অরিন্দম দাস, পিতা-গোপাল দাস উভয়ের সাং ও পোঃ পহলামপুর, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-বোড়াই, জেলা-হুগলী-কে জানাইতে হবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **নাজির হোসেন ওরফে নাজির মহম্মদ হাসিম** পিতা হাসেম হোসেন ওরফে মহম্মদ হাসিম সাকিম প্রযত্নে সুব্রত নন্দী, চন্দননগর কুন্ডুঘাট, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ সাবেক ১২/৩৩৩এ, ফ্ল্যাট নং ১০১, কমবয় হাউস, রানী তালাও, সুরাট মহাশয় বিগত ইং ২০/০১/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-10/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**মহম্মদ সামিদ** পিতা মহম্মদ খলিল সাকিম মগরা স্টেশান রোড, আলিখোজা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০২/২০২০ তারিখে সম্পাদিত ও ১৪/০২/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1523/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **খালিফা মহম্মদ ওরফে আনুয়ার মহম্মদ হোসেন** পিতা মরহুম মহঃ হোসেন সাকিম রৈওজরপারা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা প্রসাদপুর, ২৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৩২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৫১৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.৫১ শতক মধ্যে ০.০৩৯২ অংশে ০২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **খালিফা মহম্মদ ওরফে আনুয়ার মহম্মদ হোসেন** পিতা মরহুম মহঃ হোসেন তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহম্মদ সামিদ**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা

১) সাহেরা মোল্লা, স্বামী-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, ২) সামসোন্নেসা সেখ, স্বামী- সেখ ইব্রাহিম আলি, ৩) বদরুননেসা বেগম, স্বামী-কাজী আবুল সামাদ, ৪) হানুফা বেগম, স্বামী-নইমউদ্দিন মল্লিক, ৫) সরিফা মোল্লা, স্বামী-জুলফিকার আলি মোল্লা, ৬) রেজিনা বেগম, স্বামী-সাবিত আহমেদ, ৭) লিলিফা খাতুন, পিতা-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, ৮) সাবিনা ইয়াসমিন, স্বামী-ইসমাইল মোল্লা, ৯) সাবানা খাতুন, পিতা-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, ১০) রেশমা খাতুন, পিতা-মৃত সফিউল্লা মোল্লা, সর্ব্ব সাং ও পিত্রালয়-বহরমপুর, পোঃ-বড়া, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ১১) কৃষ্ণচন্দ্র কোলে, পিতা- ঁশ্যামচরণ কোলে, ১২) অরিন্দম দাস, পিতা-গোপাল দাস, ১১ ও ১২ নং. এর সাং ও পোঃ-পহলামপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী বিগত ইং ১৯.১২.২০২৩ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬১১৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১) প্রবীর দাস, পিতা- ঁযোগীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোঃ- দিয়াড়া, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ২) দেবাশিষ ঘোষ, পিতা পঞ্চানন ঘোষ, সাং-হরিপুর, পোঃ- পহলামপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী উভয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-বোড়াই, ৮৬ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. দাগ (১) ২৯৫ দাগে ৩.০৪ শতক কলাবাগান ও (২) ২৬১ দাগে ১০২৬ খতিয়ানভুক্ত ০.২৬ শতক ডোবা সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রিত।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেয়ে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে (১) প্রবীর দাস, পিতা- ঁযোগীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোঃ- দিয়াড়া, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী ও (২) দেবাশিষ ঘোষ, পিতা পঞ্চানন ঘোষ, সাং-হরিপুর, পোঃ- পহলামপুর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী-কে জানাইতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Ld. Addl. District Judge, RD. Court, Dist - Paschim Medinipur.
প্রবেট কেশ নং -০১/২০১৭
নারায়ন গিরি ....দরখাস্তকারী
বনাম
জানকী গিরি...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা বেলদা থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণখলিসা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীগন ও সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণখলিসা সাকিনের মৃত **মনোরমা ভূঞ্যা**, স্বামী- ৺কর্ত্তিক ভূঞ্যা, তাঁহার স্বত্ত্বীয় দখলীয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সহ অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির একখণ্ড রেজিষ্ট্রী উইল নারায়ণ চন্দ্র গিরি, পিতা-কানাই গিরি নাম বরাবর সম্পাদন পূর্বক গত ইং-০১/০১/১৯৯৬ তারিখে রেজিষ্ট্রী করিয়া গিয়াছেন।
উক্ত রেজিষ্ট্রীকৃত উইল মোতাবেক উপরোক্ত বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির প্রবেট পাওন জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী OS - 01/2016 নম্বর মোকর্দ্দমা উক্ত আদালতে দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন প্রকার ওজর বা আপত্তি থাকিলে আগামী ইং 23/06/2025 উক্ত ধার্য্য তারিখে বা তৎপূর্বে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত উকিল বা কর্মচারী দ্বারা কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন, মৌজা- ব্রাহ্মণখলিসা, জে.এল নং - ৩১০, হাল খতিয়ান নং – ৮০৫১, হাল ২৫৬ দাগে ডাঙ্গা ১১ ডেঃ, হাল ৫৩৫ দাগে পুকুর ১ ডেঃ, হাল ৫৯৭ দাগে জল ৯ ডেঃ, হাল ১৮৫৬ দাগে ডাঙ্গা ১ ডেঃ, হাল ২১১৫ দাগে কালা ৪ ডেঃ, হাল ২১২০ দাগে পুকুর পাড় ১ ডেঃ, হাল ২১২৪ দাগে কালা ১ ডেঃ।

তাং- 07/05/2025.

অনুমত্যানুসারে
স্বা/- **সুব্রত সেন**
সেরেস্তাদার ADJ Rd. Court, পশ্চিম মেদিনীপুর
Bench Clerk,
Addl. Dist. Judge R-D Court, Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অসিত ঘোষ, ২)শ্রী ইন্দ্রজিত ঘোষ, ৩)শ্রী হরমোহন ঘোষ, ৪)শ্রী রবীন ঘোষ** সকলের পিতা ৺পঞ্চানন ঘোষ, **৫)শ্রীমত্যা মায়া ঘোষ** স্বামী ৺মুকুন্দ ঘোষ, **৬)শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ, ৭)শ্রী মনোজ ঘোষ** ৬/৭ নং এর পিতা ৺মুকুন্দ ঘোষ, সকলের সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৮)শ্রীমতী সুপর্ণা ঘোষ** স্বামী শ্রী শ্যামল ঘোষ, সাকিম বি.এন. পাল স্ট্রীট, ইছাপুর নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪৪, **৯)শ্রীমতী নমিতা ঘোষ** স্বামী শ্রী সঞ্জয় ঘোষ, সাকিম ৮ জে.এন. গুপ্তা লেন, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, **১০)শ্রীমতী মনিকন্যা ভুঁই** স্বামী তরুন ভুঁই, ৮-১০ নং এর পিতা ৺বলরাম ঘোষ, ১০নং এর সাকিম মালিয়াপাড়া, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ৩০/১১/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও ১২/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4213/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ**, পিতা ৺বলরাম ঘোষ ও **২)শ্রী তপন ঘোষ** পিতা শ্রী হরমোহন ঘোষ উভয়ের সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ** মহাশয় এবং কেবলমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী তপন ঘোষ** মহাশয় যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২২/১২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4308/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী মনোজ কুমার গিরি** পিতা ৺রামজি গিরি ও **২)শ্রীমতী রূপা গিরি** স্বামী শ্রী মনোজ কুমার গিরি উভয়ের সাকিম সারদা পল্লী স্টেশন বাজার, ঘুঙ্গির খাল, দক্ষিণ পাড়া, সারদা পল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা ধিতাড়া, সাবেক ১৩ তথা হাল ২১৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৯১ নং খতিয়ানে, সবেক আর.এস. ৬৪৯ তথা হাল এল.আর ৬৯৫ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ১০ কাঠা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রী মনোজ কুমার গিরি** পিতা ৺রামজি গিরি ও **২)শ্রীমতী রূপা গিরি** স্বামী শ্রী মনোজ কুমার গিরি উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও, সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বি.এল এ্যান্ড এল.আরও অফিসে নিম্ন লিখিত ''ল'' ক্লার্কস কাজ করিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ ''ল'' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সীল অফিসে শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১নং বেলেঘাটা রোড, কোলকাতা-৭০০০১৪ ঠিকানায় তাঁহাদের লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন উপোরক্ত ঠিকানায় কাউন্সীল অফিসে। ১) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরঃ- থানা- কেশিয়াড়ী- রিতা জানা, সাং- পিরোট, শান্তনু রানা, সাং- সিংপুর, থানা- দাসপুর-২, শ্রীবাস রায়, সাং- কাশিয়াড়া। ২) জেলা- পূর্বমেদিনীপুরঃ- থানা- কোলাঘাট- পুলকেশ জানা, সাং- খন্যাডিহি।

Adhir Manna
President
A.I.L.C.F.
West Bengal State
06-05-2025

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>আ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা-নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

<u>A2Advantage Ad Agency,</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৩৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

<u>পুরুলিয়া</u>

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

<u>হাওড়া</u>

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে উৎসবমুখর হাওড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের পাহেলগাম হামলার বদলা নিতে ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিন্দুর'-এ পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করায় হাওড়ায় বিজয় উৎসবে মেতেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার উত্তর হাওড়ার গোলমোহর থেকে ডবসন রোডের সংকটমোচন হনুমান মন্দির পর্যন্ত এক জুলুস বের করেন উত্তর হাওড়া মণ্ডল ৩-এর সভাপতি বীরু সাহানি। তেরঙা ও ঢাক-নাগাড়ার মধ্য দিয়ে মন্দিরে পৌঁছে হনুমানজির পুজো হয়, সেনা ও প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য কামনা করে প্রার্থনা হয়। বিতরণ হয় কেশরিয়া পেড়া। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সম্পাদক উমেশ রায়, গীতা রায়, বিজয়া রেড্ডি, সঞ্জু ঠাকুর, মোনু রায় প্রমুখ। একইদিন

মণ্ডল ১-এর সভাপতি আনন্দ দুবের নেতৃত্বে ঘুসুড়ির শ্যামমন্দির থেকে জুলুস বার হয়। মন্দিরে পুজো দিয়ে সেনাবাহিনীর জয় কামনা করা হয়। সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে মণ্ডল ২-এর সভাপতি রাজু যাদবের নেতৃত্বে ওড়িয়া পাড়ায় জুলুস শেষ হয় শিবমন্দিরে আরতির মাধ্যমে। দেশপ্রেমে উদ্বেল জনতা সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানায়।

যুদ্ধকালীন সময়ে পরিষেবা দিতে মক ড্রিল প্রশিক্ষণে ব্যস্ত দিশান হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীরা।

বাণিজ্যিক ভবনগুলির জন্য কড়া অগ্নি-সুরক্ষা বিধি রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটনার প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ভবন গুলিতে অগ্নি সুরক্ষা বিধি নিয়ে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবন অমূল্য এবং তার সঙ্গে কোনও আপস বরদাস্ত করা হবে না। এক নির্দেশিকায় দপ্তর জানিয়েছে, বাণিজ্যিক বাড়িগুলিকে কেন্দ্র করে ছাদ ও সিঁড়ির জায়গা ব্যবহারে যে অনিয়ম দেখা যাচ্ছে, তা ভবিষ্যতে তা আর বরদাস্ত করা হবে না। ছাদ কোনওভাবেই ভাগ করা যাবে না বা তার প্রবেশে কোনও বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। ছাদের দরজা, করিডোর, সিঁড়ি, বারান্দা ও র‌্যাম্প, সব কিছুই আলোকিত ও বাধামুক্ত রাখতে হবে। ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট ১৯৫০ অনুসারে লিফট লবি ও শাফটকে অগ্নি প্রতিরোধকভাবে সজ্জিত করতে হবে। প্রতিটি বেসমেন্টে কমপক্ষে দুটি করে প্রস্থানপথ থাকতে হবে। সিঁড়ির কূপ বা করিডোরে কোনও মালপত্র রাখা যাবে না। কোনও বাড়িতে বাণিজ্যিক ও আবাসিক ব্যবহার মিলিয়ে থাকলে পৃথক প্রস্থান ব্যবস্থা রাখতেই হবে। করিডোর ও সিঁড়ির প্রস্থ নির্ধারিত নিয়ম মেনে রাখতে হবে।ছাদের উপর লিফট রুম, সাপোর্ট ট্যাঙ্ক, টয়লেট, স্টোরেজ বা কোনও রকম অস্থায়ী নির্মাণ অনুমোদন করা হবে না। রুফটপ কিংবা খোলা ছাদ বিক্রির জন্য মিউটেশনের অনুমতিও দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছে। নগর উন্নয়ন দফতর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট, ফাইনাল স্টেবিলিটি রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুরক্ষা নথি ছাড়া কোনও অবস্থাতেই বিল্ডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। নির্দেশিকার শেষে রাজ্যের সমস্ত পুর প্রশাসনকে নিয়মিতভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ, অরক্ষিত ও অননুমোদিত নির্মাণ পরিদর্শন করতে হবে। বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, স্টোরেজ, ও হাইরাইজ বিল্ডিংগুলির উপর নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। কেউ এই নিয়মকে অমান্য করলে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর।

বন্ধন লাইফ নিয়ে এল নতুন জীবনবিমা 'ইউলিপ প্লাস'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বন্ধন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ঘোষণা করেছে তাদের নতুন প্রজন্মের ইউনিট-লিঙ্কড জীবনবিমা পরিকল্পনা 'বন্ধন লাইফ ইউলিপ প্লাস'। পরিকল্পনাটি উচ্চ জীবন কভার এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ একসঙ্গে প্রদান করে। এটি বার্ষিক প্রিমিয়ামের ৫০ গুণ পর্যন্ত লাইফ কভার, প্রিমিয়াম অ্যালোকেশন ও মৃত্যুহার চার্জ ফেরতযোগ্য, সামান্য বিনিয়োগের সুযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য সংযোজনের সুযোগ দেয়। নমিনির ক্ষেত্রে ফান্ড ভ্যালু বা বেস সাম অ্যাসিউরডের মধ্যে যেটি বেশি সেটি এবং মোট প্রিমিয়ামের ১০৫ শতাংশ ন্যূনতম গ্যারান্টি হিসেবে

পাওয়া যাবে। এছাড়াও, এটি সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়। গ্রাহকরা হাই পারফর্মিং ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন, যেগুলো বাজারচক্র জুড়ে স্থিতিশীল ও ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন দেয়। মহিলা গ্রাহকদের জন্য চার্জের উপর রয়েছে বিশেষ ছাড়। বন্ধন লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর এমডি ও সিইও সত্যেশ্বর বি. বলেন, 'মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র আয়ের প্রতি নির্ভর করার বিষয়টি এখন আর যথেষ্ট নয়। আর্থিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কৌশল। স্বপ্নের বাড়ি, পড়াশোনা বা নিশ্চিন্ত অবসর, যাও হোক না কেন, ইউলিপ প্লাস গ্রাহকদের দেয় একাধিক প্লাস ফ্যাক্টর'। বন্ধন লাইফ-এর চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার শৈবাল ঘোষ বলেন, 'ইউলিপ প্লাস বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। ইক্যুইটি, ঋণ ও হাইব্রিড ক্যাটাগরিতে বৈচিত্র্যময় বিকল্প থাকায়, গ্রাহকরা তাদের লক্ষ্য ও ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন।'

সুফল বাংলা স্টলে মিলবে মাছও

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাছে-ভাতে বাঙালির রসনা এবার আরও সাশ্রয়ী হতে চলেছে। সুফল বাংলা স্টল থেকে এবার সরাসরি মাছ বিক্রির নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই ঘোষণা করেন এবং একইসঙ্গে মৎস্য দপ্তরের কাজের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে মাছ-মাংসের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই এবার সুফল বাংলা স্টল থেকে মাছ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'মাছও সুফল বাংলায় বিক্রি করতে হবে। জোগানের দায়িত্ব থাকবে মৎস্য দপ্তরের উপর। গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সুলভে মাছ পৌঁছে দিতে হবে।' একইসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, কেউ যদি কালোবাজারির চেষ্টা করে, তাহলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে এবং সমস্ত মজুত বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'মাছের দাম কেন কমছে না? মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব বহু পুকুর থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন এবং সরবরাহে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। এত বছর ধরে কী কাজ হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট আমি চাই।' বদলির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ, স্থানীয় স্তরে ব্যক্তিগত স্বার্থে সম্পত্তি ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, 'পলিসি হওয়ার পরেও তা ঠিক মতো কার্যকর হচ্ছে না। মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব নিতে হবে। সাত দিনের মধ্যে আমি রিপোর্ট চাই।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, মাছের সংরক্ষণ ও সরবরাহ বাড়াতে একটি কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সঙ্গে তিনি এও বলেন, 'অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করছেন। সেটা আর চলবে না। জনগণের সম্পদ নিয়ে ইচ্ছামতো ব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না।' বৈঠকে এও জানানো হয়, আগামী বছর নির্বাচনকে সামনে রেখে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মাছের দাম বাড়াতে চাইলে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, 'নির্বাচনের অজুহাতে কেউ যদি দাম বাড়ানোর খেলায় নামেন, তা হলে রাজ্য সরকার তার জবাব দেবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ মে ২০২৫, ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ শুক্রবার

রুফটপ রেস্তোরাঁ নিয়ে নবান্নে এসওপি কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রুফটপ রেস্তোরাঁ নিয়ে নবান্নে এসওপি বা প্রস্তাবিত নির্দেশিকা পাঠাল কলকাতা পুরসভা। বহুতলের ছাদ-রেস্তোরাঁগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সেই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে অথবা সংশোধিত প্রস্তাব দিতে পারে। প্রথমে কলকাতা ও পরে রাজ্যজুড়ে সমস্ত পুরসভা এলাকাগুলির জন্য বহুতলের ছাদ সম্পর্কিত এসওপি চূড়ান্ত করা হবে। এই এস ও পি-র নিয়মিত নজরদারি রাখতে, পুরসভা ও পুলিশ, দমকল ও আবগারি বিভাগকে নিয়ে একটি যৌথ স্থায়ী কমিটি করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বহুতলের অগ্নিকাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছু সতর্কতামূলক আগাম পদক্ষেপ করতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। সেইগুলিকেই এসওপি আকারে নবান্নে পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র এবং রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'নবান্নে এসওপি পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের পরামর্শ নেওয়ার পর রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর তা কার্যকর করা হবে। পাশাপাশি বিষয়টা আদালতের বিচারাধীন। আদালতের নির্দেশ মেনেই ভবিষ্যতে পদক্ষেপ করা হবে।' জানা গিয়েছে, এই নির্দেশিকা বা এসওপিতে বলা হয়েছে, বহুতলের ছাদ ও বেসমেন্ট কমন এরিয়া। তাই কোনও বহুতলের ছাদ ও বেসমেন্টে ব্যবসার অনুমতি নয়। নতুন যত বিল্ডিং প্ল্যানে অনুমোদন দেওয়া হবে, সেখানে বহুতলের ছাদ সম্পর্কিত বিধি নিষেধ উল্লেখ করা থাকবে। বহুতলের ছাদ ঘিরে কোনও স্থায়ী বা অস্থায়ী নির্মাণ রয়েছে কি না তা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সারপ্রাইজ ভিজিট করে দেখতে হবে। বহুতলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তাও নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। বহুতলের মূল প্রবেশপথ এবং সিঁড়ি ফাঁকা আছে কি না, দুর্ঘটনার সময় উদ্ধারকাজ করতে কোনও বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা নজরে রাখতে হবে। বিকল্প সিঁড়ি থাকলে সেটাও পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য আছে কিনা তা নিয়মিত খতিয়ে দেখতে হবে। ট্রেড লাইসেন্স, আবগারি লাইসেন্স রয়েছে কি না তার ওপর নিয়মিত নজরদারি রাখতে হবে। এসওপি চূড়ান্ত হলে তার উপর ভিত্তি করেই বহুতলের ছাদ-রেস্তোরাঁগুলিতে পুরসভা, পুলিশ, দমকল, আবগারি দপ্তরের যৌথ সমীক্ষা হবে।

৩ দিন বেসরকারি বাস বন্ধের হুঁশিয়ারি মালিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ দফা দাবি পূরণে এবার টানা তিনদিন ২২, ২৩, ২৪ মে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন বেসরকারি বাস মালিকেরা। এই প্রসঙ্গে তাঁরা এও জানান, মেয়াদ উত্তীর্ণ বাসের দু'বছরের সময়সীমা বৃদ্ধি, ভাড়া বৃদ্ধি, পুলিশি জুলুম-সহ পাঁচ দফা দাবি পূরণ করার আর্জি জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দিয়েছেন তাঁরা। এরই সূত্র ধরে তাঁদের হুঁশিয়ারি, ২০মে'র মধ্যে আবেদনে সাড়া না দিলে ২২, ২৩, ২৪ মে বাস পরিষেবা বন্ধের হুঁশিয়ারি পাঁচটি বেসরকারি বাস-মিনিবাস সংগঠনের মঞ্চ পরিবহণ বাঁচাও কমিটির। এই পরিবহণ বাঁচাও কমিটির মধ্যে রয়েছে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট, বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস-মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, মিনিবাস অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ইস্টার অ্যান্ড ইস্টার্ন রিজন বাস অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের তরফে যৌথভাবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটের সেক্রেটারি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস-মিনিবাস অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি প্রদীপ বসুদের। তাঁদের সাফ কথা, মেয়াদ উত্তীর্ণ বাসের ক্ষেত্রে ভাবনাচিন্তা করুক সরকার। অন্তত ২ বছর সময় বাড়াক সরকার। ২০১৮ সালের পর থেকে ভাড়া বাড়েনি। তাই ভাড়া বাড়ানো হোক। এই দাবিও তুলছেন তাঁরা। একইসঙ্গে পুলিশি 'জুলুম' বন্ধের বিষয়েও সরব হয়েছেন তাঁরা।

পার্থর জামিন মামলায় শীর্ষ আদালতে অস্বস্তিতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বেশ অস্বস্তিতে রাজ্য। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি এন কে সিংহের বেঞ্চে পার্থর জামিন মামলার শুনানি ছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের সহকারি অভিযুক্তদের ট্রায়ালের অনুমোদন দিচ্ছে না বলে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জানানো হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফ থেকে। আদালত সূত্রে খবর, সিবিআইয়ের আইনজীবী এস ভি রাজুর সওয়াল করতে গিয়ে জানান, কলকাতা হাইকোর্ট একাধিকবার বলা সত্ত্বেও রাজ্য অনুমোদন দেয়নি। এরপরই শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তোলে, কেন অনুমোদন দিচ্ছে না রাজ্য তা নিয়ে। এরপরই রাজ্যকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয় আদালত। আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, সিবিআই-এর আইনজীবীর বক্তব্যের পরই বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কে সিংহ জানান, 'দু'সপ্তাহের মধ্যে অভিযুক্তদের অনুমোদন নিয়ে রাজ্যকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেই মতো ট্রায়াল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নিম্ন আদালত।' পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, এবার দেখতে চান এই নির্দেশ রাজ্য পালন করে কি না।

আগামী ১৭ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন পার্থ-সহ সমস্ত অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন শুনবে আদালত। ইতিমধ্যেই অবশ্য ইডি-র করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু সিবিআইয়ের মামলার কারণে তাঁর জেলমুক্তি হয়নি। এই মামলা থেকেও জামিন চেয়ে পার্থ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পার্থ-সহ ন'জনের মামলা উঠেছিল বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু বিচারপতিরা এক মত হতে পারেননি। পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন পার্থ।

অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি বাতিল কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'অপারেশন সিঁদুরের' পর দেশজুড়ে, বিশেষত দেশের প্রধান শহরগুলিতে স্পর্শকাতর পরিস্থিতি। কেন্দ্রের নির্দেশে তাই বিশেষ সতর্ক কলকাতা পুরসভাও। অনির্দিষ্টকালের জন্য কলকাতা পুরসভার সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই মর্মে কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। কলকাতা পুরসভার এই বার্তায় জানানো হয়েছে, কলকাতা পুরসভার সমস্ত অফিসের ছুটি বাতিল। কেবলমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সবিশেষ অনুমতিতেই ছুটি মিলবে। সমস্ত বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগকে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে রাতের সময়। টালা ট্যাঙ্ক-সহ কলকাতা পুরসভার সমস্ত স্থাপত্য এবং জলাধারে নজরদারি বাড়াতে হবে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দিনে এবং রাতে পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা সামগ্রী (ত্রিপল-সহ অন্যান্য) এবং ত্রাণ (চাল, ডাল সহ শুকনো খাবার) সামগ্রী সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে। প্রয়োজনে নতুন করে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। ২৪ ঘণ্টা কলকাতা পুরসভার কন্ট্রোল রুম খোলা রাখতে হবে এবং আধিকারিকদের কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থাকতে হবে। বর্ষীয়ান এবং গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের মোবাইল সব সময় অন রাখতে হবে। রাতেও যেন মোবাইল বন্ধ না করা হয়। প্রসঙ্গত, এই নির্দেশের অর্থ শনিবার, রবিবার ছুটি বাতিল নয়। বা আগামীকালের ছুটি বাতিল নয়। শুধু আধিকারিক কর্মীরা নিজেদের ছুটি নতুন করে আর নিতে পারবেন না।

অপারেশন সিঁদুর

ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। কারণ কয়েকদিন পর ইস্ট, ওয়েস্ট মেট্রোর সম্প্রসারণ হবে। আর ভবিষ্যতে তিনটি মেট্রোর সংযোগস্থল হিসেবে ধর্মতলার গুরুত্ব বাড়বে। তখন ট্র্যাফিকের চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়াও এই এলাকায় বায়ুদূষণ কমাতে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে ধর্মতলাকে নিয়ে চলে সমীক্ষাও। ওই সমীক্ষা রিপোর্টে উঠে এসেছে, ধর্মতলায় বহু ঐতিহাসিক ভবন এবং পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে, তাই সেখানে বড় প্রকল্প গড়ে তোলা কঠিন। তাই বিকল্প পথ হিসেবে তারা মাল্টি লেভেল কার পার্কিং করার পরামর্শ দেয় রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস (রাইটস)। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা।

এদিকে এই নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিবহণ, পূর্ত, কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা এবং কেএমডিএ'র সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে বলে সূত্রে খবর। ওই বৈঠক হয় কলকাতা পুরসভার কনফারেন্স রুমে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সহ রাইটস-এর প্রতিনিধিরা। এখানেই রাইটস-এর পক্ষ থেকে মাল্টি লেভেল পার্কিংয়ের নকশা পেশ করা হয়। ওই নকশায় দেখা যায়, এই পার্কিংয়ের বেসমেন্ট ব্যবহার করা হবে বাস পার্কিং করার জন্য। সেখানে বাসগুলি অস্থায়ীভাবে থামতে পারবে। তাতে যাত্রীরাও উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই কাজ বাস্তবে রূপ পেলে জায়গার সঙ্কট কেটে যাবে। আবার শহরে দূষণ কমবে। এই বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ধর্মতলা এলাকায় বাস স্ট্যান্ড কেমন করে সরানো যায় এবং এলাকার উন্নয়ন করা যায় সেটা নিয়ে রাইটস একটি বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাকরির দাবি ভাটপাড়ার শহীদ জওয়ানের স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদীয়ার তেহট্টের পাথরঘাটার বাসিন্দা শহীদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের স্ত্রী শাহনাজ পারভিনকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং তাঁকে হোমগার্ডে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে ২০২৩ সালের ৬ জুন ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুগিয়া পাড়ার বাসিন্দা বিএসএফ কনস্টেবল রঞ্জিত যাদব মণিপুরে জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ হন। বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে শহীদ রঞ্জিত যাদবের পরিবারের। শহীদ জওয়ানের স্ত্রী কৌশল্যা যাদব বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যেমন ঝন্টু আলি শেখের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঠিক তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর উচিত তাদের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।' তিনি জানান, বুধবার জেলাশাসকের কাছে তাঁরা গিয়েছিলেন। কিন্তু জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর আক্ষেপ, স্বামীর অবসরকালীন ভাতাই তাঁদের একমাত্র সম্বল। সেই অর্থে পুত্র, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং প্রতিবন্ধী ননদকে নিয়ে সংসার চালাতে তাঁকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। ভাটপাড়া বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, 'শহীদ রঞ্জিত যাদবের পরিবারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেখাও করেন নি। শহীদের স্ত্রীকে চাকরির ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়নি। অথচ শহীদ ঝন্টু আলি শেখ সংখ্যালঘু হওয়ায় তাঁকে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' অপরদিকে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'মা মাটি মানুষের সরকার মানবিক। তাই শহীদ ঝন্টু শেখের স্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শহীদ রঞ্জিত যাদবের স্ত্রী তাদের কাছে আবেদন করুক। তাহলে সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

'অপারেশন সিঁদুর'-এ মুখর তৃণমূল, জনগণের চাপেই মিউ মিউ: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার ১৫ দিনের মাথায় ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই অভিযানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিরোধী দলগুলিও কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক। দেশের স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে।'

কিন্তু বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের দাবি, 'এটা আসলে নাটক। জনগণের প্রবল চাপের মুখে পড়ে তৃণমূল সরকার মিউ মিউ করছে। মন থেকে এসব বলছে না। সাহস থাকলে প্রকাশ্যে বলুক, আমরা ১০ কোটির বেশি মানুষ কেন্দ্রের পাশে আছি, সেনার পাশে আছি। তা না হলে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।' তাঁর বক্তব্য, 'কমিউনিস্ট পার্টি কোনও দিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না। কংগ্রেস নেতারাও পাকিস্তানের সাফাই গায়। তৃণমূল তো কংগ্রেসেরই বাই-প্রোডাক্ট। এখন ভোটের ভয়ে সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে।' দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, এখন সেনার অভিযানের বিরুদ্ধে কিছু বললেই জনগণ রাস্তায় শুইয়ে দেবে। তাই সুর নরম করছেন।' এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে এই জাতীয় ঐক্যবদ্ধ বার্তা দেশের পক্ষে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। তবু দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ সেই ঐক্যে ভাঙন ধরাতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

'রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অর্থহীন' কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা রোধ করতে রাজ্য সরকার 'সুফল বাংলা' স্টলের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'এরা (রাজ্য সরকার) এমন লোক, যারা ভবিষ্যতের কোনো ধারণা রাখে না। তারা আলুর মতো সাধারণ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত, অথচ বড় বিষয় নিয়ে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। এরা শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলু বিক্রি করার মতো কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে, কতজন মানুষ আলু কিনতে পারবেন? বাজারে আলুর দাম কেমন হবে? এরা শুধু লোক দেখানো পদক্ষেপ নিচ্ছে, বাস্তবে এর কোন কার্যকারিতা নেই।' সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, 'এরা বড় চিন্তা করতে পারে না, শুধু সাধারণ বিষয় নিয়ে ঘোরাফেরা করছে, আর তাই মানুষের সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না।' রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, 'সুফল বাংলা' স্টলগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ফের পথদুর্ঘটনা জখম ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সকালে শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মথুরাপুরের কাছে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুটি গাড়ির পাঁচজন আরোহী আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি গাড়ির সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি গাড়ির চালক ছোটন মণ্ডল জানান, তাঁরা বহরমপুর থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। উল্টোদিক থেকে আসা একটি গাড়ি এসে তাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। গাড়ির মধ্যে থাকা তিনজন আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গাড়িকে পুলিশ ক্রেন দিয়ে টেনে থানায় নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের মথুরাপুরে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ধে নামতেই কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের বাইক আরোহীদের দৌরাত্ম্য চরমে ওঠে। স্থানীয়রা জানান, বাইকের দাপাদাপি রুখতে এক্সপ্রেসওয়েতে প্রশাসনের কড়া নজরদারি দরকার।

কফি হাউসে বেআইনি নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলেজ স্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী কফি হাউসের একতলার বেআইনি নির্মাণ বৃহস্পতিবার ভেঙে দিল কলকাতা পুরসভা। পুর কর্তৃপক্ষ আগেই কাজ বন্ধের নোটিস দিয়েছিল। হেরিটেজ ভবনের এই অংশ বেসরকারি মালিকানায় থাকায় সেখানে এক ব্যবসায়ী নিয়মবহির্ভূত নির্মাণ শুরু করলে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তোলে কফি হাউস কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় হকারেরা।

পুরসভার কাছে স্মারকলিপি দিয়ে তারা দাবি করেন, কফি হাউসের কোনও অংশে বেআইনি কাজ চলতে দেওয়া যাবে না। স্থানীয় হকারদের বক্তব্য, ভবনের ঐতিহ্য নষ্ট করে এই নির্মাণ চলছিল। হকার সেন্টু দত্ত বলেন, 'থানা থেকে এসে পিলার ভাঙা হয়েছে, কিন্তু সব বেআইনি

দোকান এখনও ভাঙা হয়নি।' তাঁর অভিযোগ, পুরসভার উচিত পুরো ভবনের বেআইনি অংশ গুঁড়িয়ে দেওয়া। একই বক্তব্য স্থানীয় হকার গোপাল সাহারও। তিনি বলেন, 'যে ভাবে ইতিহাসের একটি অংশকে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল, সেটা মেনে নেওয়া যায় না। আগের মতোই ভবন থাকুক।' পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনি নির্মাণ রুখতে ভবিষ্যতেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সপ্তাহান্তে তীব্র দাবদাহের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈশাখের শেষে ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা শহরবাসীর। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কালবৈশাখী কিংবা ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তার পরিবর্তে রাজ্যে বাড়বে গরমের দাপট, সঙ্গে থাকছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। সঙ্গে এও জানান হয়েছে, শুক্রবার থেকে শুরু করে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ৮ থেকে ১২ মে পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অস্বস্তিকর গরম থাকবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানের কোথাও কোথাও তাপপ্রবাহ বইতে পারে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৩ দিনে দিনের তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি করে বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৩ দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি ক রে বাড়তে পারে। সপ্তাহান্তে শনি ও রবিবার এই তীব্র দাবদাহ অনুভূত হবে। কলকাতার পরিস্থিতিও খুব একটা সুখকর নয়। শহরে তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৮ থেকে ৯০ শতাংশ থাকায় গরমের সঙ্গে অস্বস্তিও থাকবে তুঙ্গে। সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও দুপুরে আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যেতে পারে। তবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যদিও এই পরিস্থিতিতেও খানিকটা স্বস্তির বার্তা দিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৩ মে-র মধ্যেই আন্দামান সাগর, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা ঢুকে পড়বে। অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক আগেই শুরু হচ্ছে বর্ষা।

সম্পাদকীয়

আলো দেখাচ্ছে সেবার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক উদ্যোগে পরিচালিত বেশ কিছু স্কুল

সব দেখেশুনে মনে হয়, এ রাজ্যে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি এখন যেন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তবে কি সুশিক্ষার অভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ? এই আশঙ্কার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে সুচাঁদ মাহাতোর মতো আনাজ বিক্রেতারাও অত্যন্ত কষ্ট করে বহু অর্থ ব্যয় করে ছেলেমেয়েদের বেসরকারি আবাসিক স্কুলে পড়তে পাঠাচ্ছেন। ফলে কোথাও সরকারি স্কুলের শিক্ষক, কোথাও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ, কোথাও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের উদ্যোগে বেসরকারি আবাসিক স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে এই উদ্যোগ এক দিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে, অন্য দিকে তেমনই অভিভাবকদের মনেও জোগাচ্ছে ভরসা। ঠিক এই কারণেই ওই স্কুলগুলিতে বেড়ে চলেছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। যে সকল অভিভাবকের অভাব নিত্যসঙ্গী, তাঁরাও নিজের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে ভাল স্কুলের খোঁজ করছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরে এই রাজ্যের জেলায় জেলায় বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থানীয় মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। জনশিক্ষার প্রসারের স্বার্থে এক সময় পশ্চিমবঙ্গের সরকারের শিক্ষা দফতর সেই স্কুলগুলিকেই অনুমোদন দিয়ে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পরিণত করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই স্কুলগুলি সরকারের অবহেলায় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথাও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, কোথাও অভাব ছাত্রছাত্রীর। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দুর্নীতির অভিযোগে প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বহু স্কুল তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। স্থায়ী পদে শিক্ষক নিয়োগ না হলে, কত দিন আর প্যারা টিচারের ভরসায় স্কুল খোলা রাখা সম্ভব হবে? শিক্ষা দফতরের এ সব কাণ্ডকারখানা দেখে আরও বেশি অভিভাবক সরকারি স্কুলের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলে দলে শিক্ষা-ব্যবসায়ী শহর, শহরতলি-সহ প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতেও ঝাঁ-চকচকে স্কুলবাড়ি নির্মাণ করে শিক্ষা-ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে এখন তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত; ১) সরকার পরিচালিত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, ২) বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মুনাফাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, ৩) সেবার মানসিকতা নিয়ে সামাজিক উদ্যোগে পরিচালিত বেসরকারি আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা।

শব্দবাণ-২৬৯

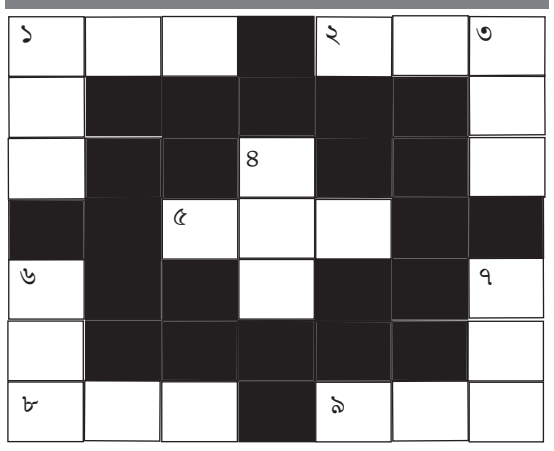

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ভুঁড়ো, নাদাপেটা ২. উচ্চতর ৫. ভিজে ও নোংরা ৮. মানবের আকৃতি ও প্রকতি ৯. যোগ্যতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১ .চালাকচতুর ৩. আকাশে উড়াবার আতশবাজিবিশেষ, হাউই ৪. বোয়ালমাছ ৬.— পরিচীয়তে ৭. বাধ্যতা, দায়।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬৮

পাশাপাশি: ১. দালানকোঠা ৪. কল্য ৫. রসদ ৭. নগমা ৯. ডাক ১১. লবণাত্মক।

উপর-নীচ: ১. দানাদার ২. নয়া ৩. ঠাকরুন ৬. দমকল ৮. মারাত্মক ১০. প্রাণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

১৫৪০ *মেবারের রাজপুত শাসক মহারানা প্রতাপের জন্মদিন।*
১৮৬১ *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৮৬৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্মদিন।*

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা...

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ

সিদ্ধার্থ সিংহ

'এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা কাটা বুড়ি,
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাতশ হাজার কুড়ি।

এই ছড়াটি শোনেনি এমন মানুষ খুবই কম আছে। কল্পনার ঘুড়িকে যিনি ইচ্ছামতো মনের আকাশে ছেড়ে দিতে পারতেন, রচনা করতে পারতেন অসাধারণ সুন্দর সব ছড়া, গল্প, নাটক, উপন্যাস; তিনি আর কেউ নন, আমাদের সবার প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম। যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুইই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত'।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটদর জন্য লেখাগুলো শুধুই ছোটদের জন্যই নয়। আবার অন্য দিক থেকে তাঁর বড়দের জন্য লেখার বেশ কিছু গল্প খুব সহজেই ছোটদের মন জয় করে নেয়, যেমন 'ইচ্ছাপূরণ' বা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'।

তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং মা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী (১৮২৬-১৮৭৫)। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের চতুর্দশ, মানে চোদ্দোতম সন্তান।

অনেক ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব একা। রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি ছিল তাঁর। ছিল অসংখ্য চাকর-বাকর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটু খেলবে, একটু গল্প করবে এমন লোকের খুব অভাব ছিল।

তাঁর ছিল অসাধারণ গুণ। একপলকেই লিখে ফেলতে পারতেন অসাধারণ সব কবিতা। নিজে মাস্টার সেজে পড়াতেন তাঁর বিড়াল ছানাটাকে। বই পড়তে তিনি অনেক ভালোবাসতেন। বদ্ধ ঘরে তাঁর ভাল লাগত না। কিন্তু বাইরে যাওয়ার মতো সুযোগ-সুবিধাও তাঁর ছিল না।

তিনি শুধু মন খুলে কল্পনা করতে পারতেন। একা থাকার কষ্ট নিয়ে বড় হয়েছিলেন বলেই ছোটদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। বড় হয়ে তিনিই হলেন মস্ত বড় কবি, নাট্যকার, ছড়াকার, ঔপন্যাসিক এবং চিত্রশিল্পী। এক কথায় বলতে গেলে কী নয়?

ছোটদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। তিনি তাঁর হারানো শৈশবে বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন ছোটদের মাধ্যমে। ফিরে যেতে চেয়েছেন আনন্দের দিনগুলোতে। ছোটদের ভালবাসতেন বলেই তিনি কল্পনার রাজ্যে ছোটদের মতো করেই বিচরণ করতেন। তাঁর অজস্র কবিতা, ছড়া আজও সাহিত্যমনস্ক মানুষের কণ্ঠস্থ। 'বীরপুরুষ' কবিতায় ছোট বালকটির অসাধারণ বীরত্ব ছোট-বড় সকলকেই মুগ্ধ করে। আমরা শিহরিত হই যখন পড়ি;

'কি ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।' (বীরপুরুষ)

তাঁর ছড়ায় ছড়িয়ে রয়েছে মজা, মিশে রয়েছে অদ্ভুত সব কাহিনি। তিনি কখনও হেঁটেছেন বাস্তব জগতে, আবার কখনও বিচরণ করেছেন কল্পনার জগতে। শিশুদের মনকে বুঝতেন বলেই তাদের উপযোগী রচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' ইত্যাদি বই ছোটদের বারবার মুগ্ধ করেছে আর বাংলার শিশু সাহিত্যকে যুগের পর যুগ ধরে সমৃদ্ধ করেছে।

শিশুর মনের ভিতর থাকে এক কল্পজগৎ। শিশুদের নিয়ে লিখতে গিয়ে কবি নিজেও যেন শিশু হয়ে যেতেন। শিশুদের চাওয়া-পাওয়া, আধো আধো কথা বলা তাঁর শিশুকাব্যকে করেছে জীবন্ত-প্রাণবন্ত।

কবির শিশুমন গলির পাশের ফেরিওয়ালাকে দেখে ফেরিওয়ালা, মালিকে দেখে মালি, পাহারাদারকে দেখে পাহারাদার আর ঘাটের মাঝি হতে চেয়েছে। হতে চেয়েছে দইওয়ালা।

এভাবেই বৃষ্টিস্নাত মৌসুমে ছুটির ঘণ্টা বাজানোর

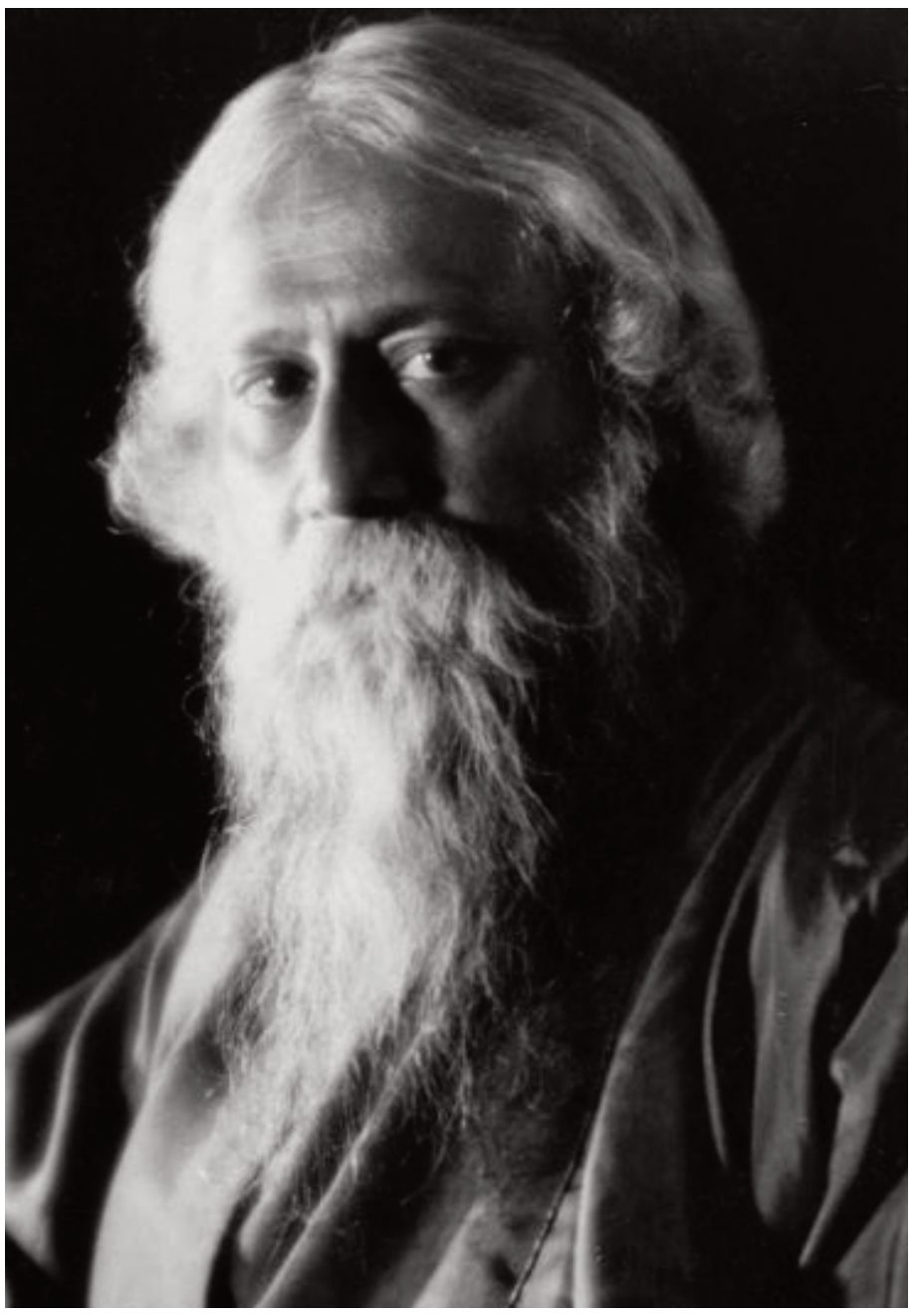

ঢংয়ে তিনি লিখেছেন—

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।'

ছোটদের জন্য তিনি কখনও ছোট হয়েছেন, আবার কখনও নিজে ছোটদের উদ্দেশে বড় হয়ে লিখেছেন;

'তুই কি ভাবিস দিন রাত্রি খেলতে আমার মন?
কক্ খনো তা সত্যি না মা আমার কথা শোন (খেলাভোলা)

তখন মনে হয় কোনও ছোট শিশুই বুঝি মায়ের কাছে নিজের আকুল আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে। যখন আবৃত্তি করি;

'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।' (তালগাছ)

তখন মনে হয়, কোনও চিরপরিচিত গ্রামের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তালগাছটা একটা মানুষ হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও আবার তিনি হয়ে গেছেন মাঝি। লিখেছেন;

'আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পাড়ে,
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খুঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।' (মাঝি)

এভাবেই বারবার ছোটদের মতো হয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন ছোটদের ছড়া। শুধু কি ছড়া? তিনি নাটকও রচনা করেছেন ছোটদের জন্য। তাঁর 'ডাকঘর' নাটকটি সবার কাছেই খুব প্রিয়। অমল নামের ছোট্ট ছেলেটির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার প্রত্যাশা সব শিশুর মনঃবাসনাকেই প্রকাশ করে। যখন দইওয়ালা বলে;

'দই ! দই ! দই নেবে দই...'

তখন মনে হয়, আমাদের ঠিক পাশ দিয়ে যেন দইয়ের বাঁক কাঁধে নিয়ে হেঁকে চলেছে কোনও লাল মাটির দেশের দইওয়ালা।

ছোটদের জন্য তিনি ছিলেন অসাধারণ এক গল্পকার। ছোটদের জন্য তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন। তাঁর 'ছুটি' গল্পের ফটিকের কথা যে একবার পড়ে সে আর তাঁকে ভুলতে পারে না। তাঁর শেষ কথা;

'মা, আমার ছুটি হয়েছে মা...'

পড়ে ছোট-বড় সবার চোখেই জল চলে আসে।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মমতা দিয়ে শিশু চরিত্রগুলো খুব যত্ন করে এঁকেছেন। মূলত, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিশু-কিশোর গল্পগুলো রবীন্দ্রনাথের হাতেই লেখা। তাঁর লেখা কাবুলিওয়ালা গল্পের মিনি আর দূরদেশের এক কাবুলিওয়ালার কথা ভোলা যায় না। স্নেহ-ভালবাসা যে দেশকাল বা জাতপাত মানে না, এ গল্পে তা-ই ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। এ ছাড়া পোস্টমাস্টার, ছুটি, বলাই, ইচ্ছেপূরণ প্রভৃতি গল্প আজও মানুষের মনে দোলা দেয়।

বড়দের জন্য অজস্র গল্প, উপন্যাস, গান, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ লিখলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল বড়দের জন্যই নিজেকে নিবেদন করেননি। ছোটদের জন্যও ছিলেন সর্বদা নিয়োজিত। তিনি ছোটদের ভালবাসতেন বলেই ছোটরাও তাঁকে ভালবেসেছে। ছোটদের উপযোগী সাহিত্য তিনিই প্রথম সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সম্পাদক জ্ঞানদানন্দিনী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন 'বালক'-এ লেখার জন্য। যার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা যায়, প্রথম বছরে 'বালক'-এ প্রকাশিত ১৩টি লেখার মধ্যে পাঁচটিই রবীন্দ্রনাথের।

'বালক' চলাকালীন তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজো বৌঠাকুরানির 'সহচরী' হয়ে সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বহু দিক সামলাতেন। এই সময় ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প বলার দক্ষতা দেখে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে গল্প লিখতে অনুরোধ করেন। এবং এও বলে দেন, লেখার মধ্যে যেন গল্প বলার এই ঢংটি বজায় থাকে।

রবি-কাকার অনুপ্রেরণায় অবনঠাকুর মিষ্টি গদ্য লিখলেন না বলে, আঁকলেন বলাই শ্রেয়। তার ক্ষীরের পুতুল গল্পটির আধার ছিল রবীন্দ্র-পত্নী মৃণালিনীদেবীর রূপকথা খাতার এক গল্পে। 'বুড়ো আংলা'র উৎস ছিল সুইডিশ এক কাহিনিতে।

শুধু যে ঠাকুর বাড়ির লোকজনদের দিয়েই তিনি জোর করে লিখিয়ে নিয়েছেন তা নয়, নিজেও উপহার দিয়েছেন একের পর এক অসাধারণ সব ছড়া, গল্প, নাকট। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু বড়দের লেখক বা বিশ্বকবিই নন, তিনি ছোটদের রবীন্দ্রনাথও বটে।

তাঁর ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প ও ১৯১৫টি গান যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাঁর কবিতায় তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে শিশুর গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে পাখির মতো স্বাধীনভাবে ডানা মেলে দেওয়ার ইচ্ছে যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের মুক্ত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে 'সাধ' কবিতায়।

তাঁর যাবতীয় প্রকাশিত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২ খণ্ডে 'রবীন্দ্র রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। বাংলা সাহিত্য যত দিন বেঁচে থাকবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ততদিন অন্তত শিশু সাহিত্য রচনার জন্য বেঁচে থাকবেন স্বমহিমায়।

শৈশবের রবীন্দ্রনাথ এবং আজকের শৈশবের মিল ও দূরত্ব

শুভজিৎ বসাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এক অতিকায় ব্রহ্মাণ্ডের সমাদৃত ভাণ্ডার। সূর্য যেমন আলো দিয়ে পৃথিবীকে প্রাণময় করে তুলেছে সেভাবেই রবি ঠাকুরের সৃষ্টি বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁকে জানার জন্য দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ বাংলায় ছুটে আসেন, তাঁকে জেনে সমাদৃত হন।

ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতা তাঁকে ক্রমশঃ প্রকৃতিপ্রেমী করে তুলেছিল। সেইসময়ে বাবা মাকে খুব অল্প সময়ের জন্যই কাছে পাওয়ার কারণে বাড়ির ভৃত্য বা পরিচারকদের কাছে তাঁদের মানুষ হতে হয়েছিল। সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার গল্পের কথা মনে করিয়ে একটি গণ্ডি বানিয়ে তাঁকে সেখানে রেখে ভৃত্যেরা কাজে চলে যেত।

এইসময়ে নিঃসঙ্গ বালক রবির ঘন্টার পর ঘন্টা কাটত জানালার নিচে ঘাট বাঁধানো পুকুরের দিকে তাকিয়ে যার চারপাশে থাকা চীনা বটগাছ, নারিকেল সারি সবকিছুকে একটা ছবির বইয়ের মত করে সাজিয়ে দীর্ঘদিন মনে উপলব্ধিবোধের প্রকাশ ঘটে। সেখানকার বিভিন্ন মানুষের অভিনব সব স্নানের পদ্ধতি, স্নানের পর বিড়বিড় করে মন্ত্র বলা, শুচিতার নিমিত্তে বিভিন্নদিকে জল ছেটানো, রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলির গুগলি ধরার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের ঠোঁট দিয়ে পিঠ পরিষ্কার করার আশ্চর্য রকম উপায়- এইসব দৃশ্যগুলি দেখেই কাটত রবির সারাদিনের অধিকাংশ সময়। পুকুর নির্জন হলে রবির সমস্ত মনকে অধিকার করে বসত সেই বটগাছ তলাটি।

আজকের সময়ে রবি ঠাকুরের তৎকালীন শৈশব জীবনের সাথে বর্তমান প্রজন্মের বেড়ে ওঠার মধ্যে একটা মিল রয়েছে। তখন তিনি যেমন ঠাকুর পরিবারের কঠোর নিয়মের জেরে অভিভাবকদের থেকে দূরে থেকে বড় হয়েছেন আজকের দিনেও সন্তানদের রেখে

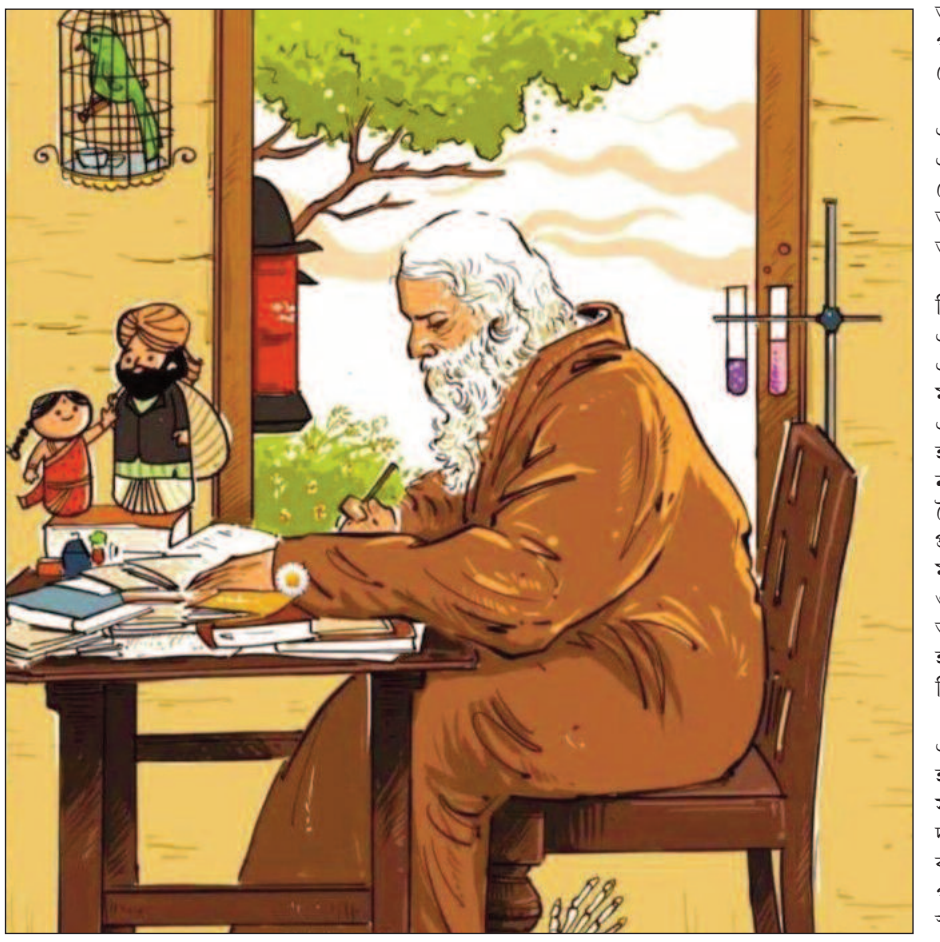

তার বাবা মা দু'জনকেই আয়ের জন্য বাইরে এসে পরিশ্রম করতে হয়, তাদেরও ছোট থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে বেড়ে উঠতে হচ্ছে।

মানুষ হওয়ার পরিবর্তে টিকে থাকার ইঁদুর দৌড়ে এই ছেলেমেয়েরা পর্যায়ভুক্ত হয়ে চলেছে সাথে একাকীত্ব মেটানোর কথা ভেবে মোবাইল ও সস্তার নেটের সম্ভার তাদের হাতে তুলে দেওয়ার এক মনতুষ্টি ভাবনার জেরে প্রকৃতির সাথে একেবারে দূরত্ব বেড়েছে তাদের।

ছুটিতে কিছুদিনের জন্য বাড়ির বাইরে গিয়ে ভ্রমণ কিছুটা একঘেঁয়েমি কাটাতে পারে কিন্তু নিঃসঙ্গতা নয়- এই ভাবনাটাই অভিভাবকের মধ্যেও উধাও হয়েছে। একই বিষয় প্রযোজ্য ছোট ছাড়াও বাকি সব বয়সী মানুষের জন্য কারণ কমবেশি সবার মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে এই নিঃসঙ্গতার জেরে গজিয়ে ওঠা মানসিক বিষাদ, হতাশা থেকে নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনার খবর প্রায়শই নজরে আসে কিন্তু অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশবের এই একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতাই কালক্রমে তাঁকে প্রকৃতির আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার সুবাদে তাঁদের মধ্যে অচিরেই এক পরম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যার ওপরে ভিত্তি করে ক্রমেই তিনি সৃষ্টির প্রকাশ করে আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালো-মন্দের চিরসঙ্গী হয়ে আমাদের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে জায়গা করে নিয়েছেন।

রবীন্দ্র ভাবনা এক বিশাল ব্যপ্তিময় অধ্যায় একইসাথে বহুক্ষেত্রে অনেকটা সময় ধরে তাঁকে জানতে হয় যেখানে অচিরেই শৈশবের রবির অদেখা চেতনার সাথে আজকের প্রজন্মের সব বয়সী মানুষের মধ্যে যে দূরত্ব ও পার্থক্য ঘটেছে তাকে সহজাত ভঙ্গিতে কাছাকাছি আনতে পারলে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের উল্লাসে পৃথিবী নতুন করে জীবনের গানে ধ্বনিত হবে। সৃষ্টি স্বার্থকতা লাভ করবে।

বন্ধ ডিপিএলের আট নম্বর ইউনিট, তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আচমকা বিকট শব্দে আগুন স্টেশন ট্রান্সফরমারে, একই সঙ্গে সাপ্লাই ব্রেকারে আগুন, যার জেরে ৬. ৬ কেভি ট্রান্সফরমার বাস পুড়ে ছারখার। বিকল হয়ে গেল রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ডিপিএল বা দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের আট নম্বর ইউনিট, বন্ধ হয়ে গেলো বিদ্যুৎ উৎপাদন। অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড বা ডিপিএলের আট নম্বর ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন।আট নম্বর ইউনিটে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হত, এখন এই ইউনিট বিকল হয়ে যাওয়াতে এই গরমে বিদ্যুতের ঘাটতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যদিও দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক স্বাগতা মিত্র জানান, একটা দুর্ঘটনা হয়েছে ঠিকই, মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে, কেন চালু একটা ইউনিটে আগুন লাগলো তা নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা ডিপিএল বা দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের এই আট নম্বর ইউনিটটি দেশীয় সংস্থা ভেল বা ভারত হেভি ইলেকট্রিকাল লিমিটেড তৈরি করেছিল,২০১৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছিল। আট নম্বর ছাড়াও দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের সাত নম্বর ইউনিট রয়েছে, যেখানে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, ২০০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল থেকে সাত নম্বর ইউনিটের উৎপাদন শুরু হয়েছিল। এখন আট নম্বর ইউনিটটি বিকল হয়ে পড়াতে সাত নম্বর ইউনিটটি ভরসা। ডিপিএল কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

চিন্তিত পাকিস্তানে বন্দি জওয়ানের শ্বশুরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পাকিস্তানে বন্দি বাংলার জওয়ান। চিন্তিত পরিবারের পাশাপাশি দুর্গাপুরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ১৪ দিন আগে পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে আটক হয় হুগলির রিষড়ার পূর্ণম কুমার সাউ। এই ঘটনার পর থেকেই চরম চিন্তিত ওই জওয়ানের স্ত্রী মা-বাবা। এই খবর শ্বশুরবাড়িতেও পৌঁছতে হতাশ হয়ে পড়েন শ্বশুর শাশুড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পূর্ণমের স্ত্রীর বউদি রানি গুপ্তা বলেন, 'ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিছুদিন আগে জানতে পেরেছিলাম। কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এখন ওছাড়া হল না। ওখান থেকে আর কোনও খবর আসছে না। তাই নিজেদের অস্থির লাগছে। আমার ননদের ছোট বাচ্চা আছে। সে এখন অন্তঃসত্ত্বা তারপর আবার তাঁর স্বামী আটক। তাঁরও শরীর মন ভালো নেই। আমরা চাইছি ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ঘরের ছেলেকে।'

আবারো সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশ বিরোধী পোস্ট, গ্রেপ্তার প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত বিদ্বেষ পোস্ট প্রাক্তন কাউন্সিলরের। প্রতিবাদে তুমুল ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। মধ্যরাত্রে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার ওই প্রাক্তন কাউন্সিলর। এই পোস্টকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোত্তর। কেন এই বিতর্কিত পোস্ট? এই নিয়ে অস্বস্তিতে শাসক দল। নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর বর্তমান কাউন্সিলরের স্বামী শাহজাহান শেখ। তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে করেন একটি ভারত বিদ্বেষ পোস্ট। পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে ভারতীয় সেনার পাল্টা জবাবে পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে লাগাতার দেশবিরোধী পোস্ট করতে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনা ভাইরাল হতেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানোত্তর। অভিযুক্ত শাসক দলের নেতার শাস্তির দাবিতে সরব হয় বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তার দাবি এই ধরনের পাকিস্তানি প্রেমীদের এদেশে থাকার কোনও অধিকার নেই, অবিলম্বে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তবে শাসক নেতার ভারত বিদ্বেষ পোস্টকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের টাউন সভাপতি নরেশ লাল সরকারের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন এই মুহূর্তে একত্রিত হয়ে দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বার্তা দিচ্ছেন, তখন তিনি কেন এই ধরনের পোস্ট কেন করলেন তার তা জানা নেই। পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষক্রিয়ায় প্রৌঢ়ের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম রবি বাউরি (৫৬)। বাড়ি পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার টাড়া গ্রামে। জানা যায়, কয়েকদিন আগে পরিবারের আত্মীয়দের অজান্তে রবিবাবু কীটনাশক খেয়ে নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়রা জানতে পেরেই তাঁকে চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
এসএমভিকে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
(U51109WB1995PTC073661)
রেজিস্টার্ড অফিস ৭০ মেটকাফে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), রিজিওনাল ডিরেক্টর ঠিকানা, "কর্পোরেট ভবন" প্লট নং III এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া III প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৭০ মেটকাফে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩

আবেদনকারীর পক্ষে
এসএমভিকে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
কেতন এম বাজির
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০৭২০৪৬২৪

তীব্র গরমে সামার কিট প্রদান ট্র্যাফিক পুলিশ ও সিভিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার দফতরে সামার কিট দেওয়া হল ট্র্যাফিকে কর্মরত সিভিক ও ট্র্যাফিক পুলিশদের। গরমে রোদ থেকে বাঁচতে ট্র্যাফিকে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের ছাতা, সানগ্লাস, জলের বোতল, তোয়ালে, রুমাল, ব্যাগ তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন। জেলার ৪০০ জন ট্র্যাফিকে কর্মরত পুলিশকে এই সামার কিট তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে পথচলতি গাড়িচালক, বাইক চালকদের গ্লুকোজ জল দেওয়া হয়।

পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, গরমে যে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা রাস্তায় ডিউটি করে, তাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রতিবছর সামার কিট দেওয়া হয়। আগামী দিনে ট্র্যাফিক পুলিশদের বাতানুকুল হেলমেট দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি, ডিএসপি ডিইবি সৌমন্ত প্রহারি, ডিএসপি ট্র্যাফিক ত্রিদিব বিশ্বাস, ডিএসপি ডিআইপি নিপাই প্রামাণিক, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার অগ্নিশ্বর চৌধুরী, টিআই হেডকোয়ার্টার কার্তিক মুখার্জি, আরআই সুমন মণ্ডল, ইন্সপেক্টর সুদীপ্ত সাধুখান, রিজার্ভ অফিসার ইন্দ্রজিৎ সামন্ত, টিজিএসটি পুলিশ সুপার, সমস্ত পুলিশ সুপার। আইপিএস কামনাশিস সেন।

বাইকের ওপরে লরি, গুরুতর আহত ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কথায় আছে 'রাখে হরি মারে কে' সেই প্রবাদ বাক্যে সত্যি হলো বৃহস্পতিবার কাঁকসায়।অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো ৩ জন কলেজ পড়ুয়া। এদিন সকালে ৩ জন কলেজ পড়ুয়া বাইকে চেপে পানাগড় থেকে জাতীয় সড়ক ধরে রাজবাঁধ যাচ্ছিল। কাঁকসার বিরুডিহায় হঠাৎই দ্রুত গতিতে চলা বাইক নিয়ন্ত্রণ হারায়। পিছনে থাকা এক পড়ুয়া বাইক থেকে লাফ দিলে ছিটকে পড়ে রাস্তার মাঝে।অন্য দিকে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি বাঁ দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডান দিকে গিয়ে রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। বাইকে থাকা অন্য দু'জন ছিটকে পড়েন ডিভাইডারের ওপর। সেই সময় পিছনে থাকা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের উপর চেপে যায়।ভাগ্যের জোরে লরির চাকায় পিষ্ট হতে গিয়ে বেঁচে যায় ৩ জনেই। ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনজন বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কাঁকসার বিরুডিহায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুর্গাপুরগামী রাস্তায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একটি বাইকে তিনজন আরোহী দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। তাঁরা তিন জন কলেজ পড়ুয়া। হঠাৎ করে বাইকটি বাঁদিক থেকে ডান দিকে চলে যায়। সেই সময় একজন বাইক থেকে পড়ে যায়। এর পরেই বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের ধাক্কা মেরে ডিভাইডারের ওপর ছিটকে পরে যায় বাকি দু' জন আরোহী। সেই সময় পিছনে থাকা একটি লরি দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের ওপর চেপে যায়। তবে বাইক আরোহীরা দু'জন ডিভাইডারের ওপর ছিটকে পড়ার কারণে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ও রাস্তার ওপর পড়ে যাওয়া পড়ুয়াও ভাগ্যের জোরে প্রাণে বাঁচেন। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক ও লরিটিকে আটক করে নিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP);

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming of IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time	Address / Link for joining webinar
10-May-2025	Physical	4.00 p.m. to 7.00 p.m.	SREEGOPAL ANUSTANGRIHA, located at SOUTH HABRA GOURBANGA ROAD, JHARJHARIYATALA, NEAR MAA MONOSHA MISTANNA VANDAR, Opposite HABRA PS, HABRA, DIST: NORTH 24 PARGANAS, WB, PIN - 743 263.

For any queries/ clarifications please contact : Roshni Srivastava - 88206 59392.

Date : May 08, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রাসেল স্ট্রিট শাখা
৫বি, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২২৬৪০১৬/২২২৬৩৭৪৮
ইমেল : russellstreet@indianbank.co.in ফ্যাক্স নং : ০৩৩ ২২২৬৪৪৬৩

13(2) NOTICE

দাবি নোটিশ
পরিশিষ্ট।

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রকাশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	পদাধিকার
১.	শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবল ঠিকানা : গ্রাম - কেয়াতলা, সূর্যপুর, নতুন হাট, পো-কেয়াতলা, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭২ ২) প্রযত্নে ধুব চাঁদ মন্ডল, গ্রাম - গোচারন, মন্ডলপাড়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭৪৩৩৯১	ঋণগ্রহীতা
২.	শ্রী সুভাষ মন্ডল, ঠিকানা : গ্রাম - কেয়াতলা, সূর্যপুর, নতুন হাট, পো-কেয়াতলা, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭২ ২) প্রযত্নে ধুব চাঁদ মন্ডল, গ্রাম - গোচারন, মন্ডলপাড়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭৪৩৩৯১ ৩) পিতা ধ্রুব চাঁদ মন্ডল, নারায়ণিতলা, পোস্টঅফিস - গোচারন, থানা - জয়নগর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা	বন্ধকদাতা
৩.	শ্রীমতী মামনি মন্ডল, স্বামী শ্রী সুভাষ মন্ডল, গ্রাম - গোচারন, মন্ডলপাড়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭৪৩৩৯১	জামিনদাতা

মহাশয়,
বিষয় : আপনাদের ওসিসি অ্যাকাউন্ট নং ৭৬০৯৮৮৮৭৭৭, মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস এর নামে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে, রাসেল স্ট্রিট শাখা, ৫বি রাসেল স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া কলকাতা : ৭০০০৭১।
প্রথমত আপনি ব্যক্তিগতভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংস্থার স্বত্বাধিকারী। প্রাথমিকভাবে আপনি ঋণগ্রহীতা বর্তমানে বা সমুদয় সময়ের জন্য। প্রথমত আপনি বন্ধকদাতা(গণ) প্রস্তাব করেছেন সম্পদ(সমূহ) ঋণ অ্যাকাউন্টের প্রাপ্তির জন্য জামিন হিসেবে। দ্বিতীয়ত আপনি বন্ধকদাতা ঋণ অ্যাকাউন্টের জন্য। তৃতীয়ত আপনি ঋণ অ্যাকাউন্টের জামিনদাতা।
আপনার অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্কির ব্যবসায়িক সময়ে নিম্নোক্ত সুবিধাদি মঞ্জর করা হয় এবং আপনি সেগুলি গ্রহণ করেছেন
সুবিধার প্রকৃতি (সীমা)
ওসিসি- ১৫.০০ লাখ টাকা
সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সুবিধার জন্য আপনি যেসকল নথি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির ধরন
১. ওসিসি	১. **ডি-১ ডিমান্ড প্রমিসরি নোট তারিখ ১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবল কর্তৃক সম্পাদিত। ২. **ডি-১০১- অবাধ ক্যাশ ক্রেডিটের জন্য চুক্তি (মজুতসমূহ/বুক ডেটস) তারিখ ১২.০২.২০২৪, মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবল কর্তৃক সম্পাদিত। ৩. **ডি১০১- অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ দায়বদ্ধতার চুক্তি তারিখ ১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস কর্তৃক সম্পাদিত। ৪. **এফ-৮২- সামগ্রিক স্বত্বাধিকারী হসেবে ঘোষণা তারিখ ১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস কর্তৃক সম্পাদিত। ৫. **ঋণ নথির পরিশিষ্ট যোগ তারিখ ১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস কর্তৃক সম্পাদিত। ৬. **এফ-১৬৪ ঋণগ্রহীতার তরফে তথ্যাদির প্রকাশ পত্র তারিখ ১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস কর্তৃক সম্পাদিত। ৭. **এফ-১৭২** আত্মীয় পরিজনগণের ইত্যাদির বিস্তারিত ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঘোষণা **১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবলস এবং শ্রী সুভায় মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ৮. **এফ-১৮৯** ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার পারিবারিক সদস্যগণের বিস্তারিত শ্রী সুভাষ মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ৯. **ডি৩২-** ব্যাঙ্কের নিকট পক্ষগণের তরফে সমপরিমাণ বন্ধকের বিষয়ে পত্র তারিখ **১৬.০২.২০২৪** শ্রী সুভাষ মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ১০. মঞ্জুরিকৃত পত্র প্রাপ্তিস্বীকার তারিখ **১২.০২.২০২৪ মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবল,** শ্রী সুভাষ মন্ডল, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল ভেজিটেবল কর্তৃক সম্পাদিত। ১১. **এফ২০৭-**অনুমোদিত পত্রের খসড়া বয়ান তারিখ **১২.০২.২০২৪** শ্রীমতি মামনি মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ১২. **এফ১৬-** জামিনদাতার প্রতি পত্র এবং তার উত্তর তারিখ **১২.০২.২০২৪** শ্রীমতি মামনি মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ১৩. **এফ ১৬৪ এ-** তথ্য ঘোষণার জন্য জামিনদাতা/গণের থেকে অনুমোদন পত্র তারিখ **১২.০২.২০২৪** শ্রীমতি মামনি মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ১৪. **এফ ২০৬-** জামিনদাতার প্রকৃতি তারিখ **১২.০২.২০২৪** শ্রীমতি মামনি মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত। ১৫. **ডি৫৭-** জামিনের চুক্তি তারিখ **১২.০২.২০২৪** শ্রীমতি মামনি মন্ডল কর্তৃক সম্পাদিত।

উক্ত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি আপনি ৩য়জন ব্যক্তিগত জামিনদাতা হিসেবে জামিন চুক্তি তারিখ ১২.০২.২০২৪ সম্পাদন করেছেন। উক্ত ঋণ পরিশোধের বিষয়ে দখলমুক্ত জমি পরিমাম ০৫ ডেসিমেল জমি অবস্থিত মৌজা নারায়ণীতলা, পরগনা -মেদানমোল্লা, জেএল নং ১, তৌজিনং ১০৯৩, আরএস খতিয়ান নং ৬১৯, ৬২২, ৬০২, ৬০৭, ৬১২,এলআর খতিয়ান নং ২১১৬, দাগ নং ৮১০, থানা : জয়নগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা বিক্রয় দলিল তারিখ ১১.০৩.২০১১ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ বারাসত, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম্যু নং ৩ , পৃষ্ঠা ৩৮৩৩ থেকে ৩৮৪২, দলিল নং ০০৯৯৩-২০১১ সালের , সম্পত্তি শ্রী সুভাষ মন্ডলের নামে অনুযায়ী জামিন বন্ধকদত্ত।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা যারা দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপ করেছেন।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **১১.০৩.২০২৫** থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী প্রদেয় বকেয়া পরিমাণ **১৫,৪১,৬৭২.৪৬ টাকা (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা)** এবং উক্ত পরিমাণ ০৮.০৪.২০২৫ থেকে পুনরায় আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ।
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রকাশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী / তৈরি চার্জ তৈরি করেছেন ব্যাংক দ্বারা।
অতএব, আপনাকে সংশ্লিষ্ট তারিখ মোতাবেক বকেয়া পরিমাণ **১৫,৪১,৬৭২.৪৬ টাকা (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) সুদ সহ** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত দাবি নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনি দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে নোট করুন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) অধীনে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে

বন্ধকদত্ত সম্পদ : **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮২৪৯৬৭৪৬ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮০৭৫৫৪১৯।**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল জমি অবস্থিত মৌজা নারায়ণীতলা, পরগনা -মেদানমোল্লা, জেএল নং ১, তৌজি নং ১০৯৩, আরএস খতিয়ান নং ৬১৯, ৬২২, ৬০২, ৬০৭, ৬১২,এলআর খতিয়ান নং ২১১৬, দাগ নং ৮১০, থানা : জয়নগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা বিক্রয় দলিল তারিখ ১১.০৩.২০১১ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ বারাসত, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম্যু নং ৩ , পৃষ্ঠা ৩৮৩৩ থেকে ৩৮৪২, দলিল নং ০০৯৯৩-২০১১ সালের । **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নির্মল পালের জমি; **দক্ষিণে :** অমল মন্ডলের জমি; **পূর্বে :** পিডব্লুডি কুলপি রোড; **পশ্চিমে :** সুশান্ত মন্ডলের জমি। সম্পত্তি শ্রী সুভাষ মন্ডলের নামে।

তারিখ : ০৮.০৪.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে ০৫.০২.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী শেখ আমিনুদ্দিন,** পিতা শেখ জামালউদ্দিন এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতী রুকসানা বিবি,** স্বামী শেখ আমিনুদ্দিন, উভয়ের ঠিকানা গাঙ্গুলি পাড়া, পানাগড় বাজার, পানাগড়, পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ এবং **জামিনদাতা শ্রী মাজেদ শেখ** পিতা প্রয়াত আজেদ শেখ, শেখ পাড়া, কাঁকসা, পানাগড়, পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৯৭,৫৫২.৪৮ টাকা** (সতের লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশ বাহান্ন টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ০৫.০৫.২০২৫ তারিখে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৭,৯৭,৫৫২.৪৮ টাকা** (সতের লাখ সাতানব্বই হাজার পাঁচশ বাহান্ন টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) **০৫.০২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।

সম্পত্তির তপশিল

সম্পত্তি শেখ আমিনুদ্দিন, পিতা শেখ জামালউদ্দিন এর নামে, গাঙ্গুলি পাড়া, পানাগড় বাজার, পানাগড়, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন : এলএসআর অনুযায়ী

বিক্রয় দলিল নং	এডিএসআর	শ্রেণি	এরিয়া	মৌজা	জেএল নং	প্লট নং
৪৬৬১/২০১২	দুর্গাপুর	বাস্তু	৪ ডেসিমেল	দেবীপুর	৮৭	আরএস এবং এলআর -৮৪
	খতিয়ান নং	পো		জেলা		পিন
	এলআর-১১০১৫	পানাগড়		পশ্চিম বর্ধমান		৭১৩১৪৮

সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ : জমি এবং ভবন

সম্পত্তির চৌহদ্দি :

উত্তরে	দক্ষিণে	পূর্বে	পশ্চিমে
সুভাষচন্দ্র পালের জমি	অভয় বাবুর জমি	বিশ্বনাথ বিশ্বাসের জমি	১২ ফুট চওড়া সড়ক

তারিখ : ০৫.০৫.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭ কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল **০৭.০৫.২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত/জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১) মায়া মেডিকেল হল (ঋণগ্রহীতা)। **২) মহ আসানুজ্জামান (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** **৩) সুলেখা বিবি মোল্লা (সহ ঋণগ্রহীতা)** **লোন অ্যাকাউন্ট নং : USFBKOLLOAN000005009842**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পতি জমি পরিমাণ ৩.৭৬ ডেসিমেল কমবেশি ,মৌজা : গানরাগড়ি, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৪১, তৌজি নং ১৭২, আরএস খতিয়ান নং ১০৩, ০৫, এলআর খতিয়ান নং ৮০৭, বর্তমানে ২০০২ , আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪, স্থানীয় পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা **চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : উত্তরে :** জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ১ এবং ২৩, **দক্ষিণে :** জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৬, **পূর্বে :** জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৩, ২২ এবং ২১, **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া পাকা সড়ক।	দাবি নোটিশ তারিখ ০৫.০২.২০২৫, পরিমাণ ৫০,৪০,১৩২.৮৬ টাকা (পঞ্চাশ লাখ চল্লিশ হাজার একশ বত্রিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা ০৫.০২.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ০৯.০৫.২০২৫ স্থান - পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজী মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.64202@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন। ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নবর্ণিত তারিখে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত টাকা ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)**- এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী প্রবীর মন্ডল, পিতা- প্রয়াত বরোদা মন্ডল এবং কণিকা মন্ডল স্বামী- শ্রী প্রবীর মন্ডল**	**কণিকা মন্ডলের মালিকানাধীন সম্পত্তি।** মৌজা- বাঁশরা, জে.এল. নং ৪১, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৮৮ এবং ৫৮৮৮, দাগ নং ৬০২০, ৬০৩০ এবং ৬০৫০, তৌজি ২০৮, থানা- জীবনতলা, বাঁশরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৬৩, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় **১৭ ডেসিমেল** পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা: দাগ নং- ৬০২০, পূর্ব-** ৫' রোড, **পশ্চিম-** বরোদা মণ্ডল এবং শরৎ মন্ডল, **উত্তর-** খোকন মন্ডল, **দক্ষিণ-** খোকন মন্ডল। **দাগ নং- ৬০৩০, পূর্ব-** গোবিন্দ মণ্ডল, **পশ্চিম-** পতিরাম মণ্ডল, **উত্তর-** রঞ্জিত মণ্ডল গং, **দক্ষিণ-** ভানুরাম মণ্ডল। **দাগ নং- ৬০৫০, পূর্ব-** গণেশ মণ্ডল, **পশ্চিম-** ছামাদ সরদার, **উত্তর-** ছামাদ সরদার, **দক্ষিণ-** রঞ্জিত মণ্ডল গং।	১) ০৩.০৩.২০২৫ ২) ০৭.০৫.২০২৫ ৩) **১৯,৮৩,১১৬.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো ষোল টাকা মাত্র) এবং **০১.০৩.২০২৫** থেকে সুদ এবং তদুপরি আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি।
২.	**আসফাকুর রহমান লস্কর পিতা-আব্দুল হাই লস্কর এবং নুরাঙ্গিনা বিবি স্বামী- আব্দুল হাই লস্কর**	**নুরঙ্গিনা বিবির মালিকানাধীন সম্পত্তি।** জে.এল. নং ১২৭ হাল ১৫১, মৌজা- মামুদপুর, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৮০, আর.এস. দাগ নং ২৫৮ এবং ২৬১, এল.আর. দাগ নং ২৬১ এবং ২৬৪, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩৩৫৫, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত **১ শতক এবং আবাসিক বাড়ি সহ ৩ শতক** পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা: উত্তর-** নূর লস্কর, **দক্ষিণ-** পালান শেখ, **পূর্ব-** সাধারণ পথ, **পশ্চিম-** পুকুর	১) ০৬.০৩.২০২৫ ২) ০৭.০৫.২০২৫ ৩) **৪১,৫৪,৯৯৫.১৩ টাকা** (একচল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) এবং **০২.০৩.২০২৫** থেকে সুদ এবং তদুপরি আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি।

তারিখ: ০৭.০৫.২০২৫
স্থান: বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স হিমালয়া কোল্ড স্টোরেজ** **ঠিকানা :** গ্রাম - চকপুরোহিত, পো - মাচখান্ডা, বাঁকুড়া মোড়ের নিকট, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১ **স্বত্বাধিকারী তথা ব্যক্তিগত জামিনদাতা** **শ্রী চিন্ময় মন্ডল** **ঠিকানা** - পিতা প্রয়াত কুমুদ রঞ্জন মন্ডল, ঠিকানা - রানীসায়র (পশ্চিম), পো এবং থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি জমি এবং ভবন (কোল্ড স্টোরেজ) পরিমাণ আনুমানিক ২.২৩ একর মৌজা : বাবরাকপুর, জেএল নং ০২, খতিয়ান নং ৫৯২, দাগ নং ১৪৭, ১৪৯, ৬৩৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪ , হিজালনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রায়না, জেলা : পূর্ব বর্ধমান,। **দলিল নং ১-২২৩৯-২০০১ সালের, ২২৪০-২০০১ সালের। সম্পত্তি শ্রী চিন্ময় মন্ডল,** পিতা প্রয়াত কুমুদ রঞ্জন মন্ডলের নামে। ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এবং ভবন (বসবাসের) পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা বা ৩.২৫ ডেসিমেল মৌজা : রাধানগর, জেএল নং ৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৪৮৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৯৫, এলআর দাগ নং ২৫৫, বর্ধমান পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ৩০। হোল্ডিং নং ১১৬, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, **দলিল নং ১-৩৬২৭-২০১৩ সালের, থানা : বর্ধমান। সম্পত্তি শ্রী চিন্ময় মন্ডল, পিতা প্রয়াত কুমুদ রঞ্জন মন্ডলের নামে। (দ্রষ্টব্য : আমরা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(১) অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্বের সকল নোটি বাতিল/অকার্যকর/প্রত্যাহার করেছি। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সংশ্লিষ্ট আইন/রুলসের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আদায়ের জন্য জারি করা হল।)**	১) ২২.০৪.২০২০ ২) ০৭.০৫.২০২৫ ৩) **৩১৭১৭২৫১.৩৮ টাকা** (তিন কোটি সতের লাখ সতের হাজার দুশো একান্ন টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) টাকা এবং ২২.০৪.২০২০ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

তারিখ - ০৭.০৫.২০২৫
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

সিন্দুর অপারেশনকে নেতৃত্ব দেওয়া দুই অফিসারই তার প্রেরণা

উচ্চমাধ্যমিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের কৃতি মাসুখা যোগ দিতে চায় সেনাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাশ্মীর কাণ্ডে পাল্টা পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। দেশের এই সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনেই সরাসরি জানিয়েছিলেন দুই মহিলা কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইন কমান্ডার ভূমিকা সিং। আর তাদের মতোই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের জন্য লড়াই করতে চান এবারের হরিশ্চন্দ্রপুরের উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রী মাসুখা রহমান। এবছর ওই ছাত্রীর উচ্চমাধ্যমিকে ৫০০'র মধ্যে ৪৭৬ পেয়েছে। বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে নিজের বাড়িতেই সিন্দুর অপারেশনের দুই মহিলা বীর সেনানির মোবাইলে ছবি দেখিয়েই ভবিষ্যতে সেনাতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন কৃতি ওই ছাত্রী মাসুখা রহমান। ছাত্রীর পরিবারের দাবি, হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের সম্ভাব্য প্রথম স্থান দখল করেছে মাসুখা। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের থানাপাড়ার বাসিন্দা মাসুখা রহমান। তার এই সাফল্যে খুশি পরিবারের লোক থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা। ছোট থেকেই মেধাবী মাসুখা। সঙ্গে আঁকা এবং নাচের শখ ছিল। যদিও পড়াশোনার চাপে পরবর্তীতে সেইদিকে সময় দিতে পারেনি। বাবা মজিবুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষক। মা মাসুমা বিবি গৃহবধূ। এতদিন মাসুখার ইচ্ছে ছিল অধ্যাপক হওয়ার। কিন্তু বুধবার যখন তাদের ফলাফল বের হয়। তার কিছুক্ষণ আগেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিস্তারিতভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২ কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং ভূমিকা সিং। তখন থেকেই মন বদল।

মাসুখা জানিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই দিদিকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। উচ্চশিক্ষার পর আমিও সেনাবাহিনীতে যাব। দেশের হয়ে কাজ করব। মেয়ের ভবিষ্যৎ মেয়ের সিদ্ধান্তের উপরেই ছাড়ছেন বাবা। প্রতিবেশী শেখ ঈদুল হোসেন জানান, প্রতিবেশী হিসাবে ওই ছাত্রীর সাফল্যে তারা গর্বিত।

১৫ দিন ধরে বন্ধ পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবা, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রচন্ড গরমের মধ্যে গত ১৫ দিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবা। যার ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনওরকম সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। আর তারপরেই পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কলমপাড়া এলাকায়। সংশ্লিষ্ট থানা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বেই এই এলাকাটি অবস্থিত। ফলে এই অবরোধ বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ ধরেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা হয় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের। পরে ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে পৌঁছয় পিএইচই'র দপ্তরের অফিসারেরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁদের আশ্বস্ত করলে অবরোধ উঠে যায়।

উল্লেখ্য, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে কলমপাড়া এলাকা। এখানে শতাধিক পরিবারের বাস। কিছু বাড়িতে পিএইচই থেকে পাইপলাইন সংযোগ হয়েছে। কিছু বাড়িতে কাজ এখনো বাকি। তাদের জল নিতে হয় এলাকার সাবমার্শিবল পাম্প থেকে। কিন্তু ১৫ দিন আগে ওই এলাকায় বিদ্যুতের পোল বসাতে গিয়ে ফেটে যায় জলের পাইপ। তারপর থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ পিএইচইর জল। প্রশাসনকে বারবার বললেও হয়নি কাজ। যার ফলে পানীয় জলের সংকটে জেরবার এলাকাবাসী। এদিন সমস্যা সমাধানের দাবিতে এলাকার মানুষ হাসপাতালগামী রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত ১৫ দিন ধরে এলাকায় পিএইচই'র জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় জলস্তর নেমে গিয়েছে। সব জায়গায় জলসংকট হচ্ছে। ওই এলাকার সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে। অন্যদিকে চাঁচল মহকুমার পিএইচই'র দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ জানিয়েছেন, বিদ্যুতের খুঁটি কাজ করতে গিয়ে পিএইচই'র পাইপলাইন ফেটে এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাদের কোনও দোষ নেই। তবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভাবাদিঘির নেতারা অনুপস্থিত, কাটল না রেল জট, ক্ষোভে ফুঁসছে আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভাবাদিঘির জটের কারণে এখনো অধরা তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর রেল চলাচল। প্রায় ১৫ বছর ধরে ভাবাদিঘির জটে রেল চলাচল বন্ধ। এই নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কোর্টের নির্দেশে ভাবাদিঘিতে রেলের কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে এখনও অধরা বলে দাবি আরামবাগ মহকুমাবাসীর। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ভাবাদিঘির জট নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে নাকি ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতাদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই ভাবাদিঘি আন্দোলনের কোনও নেতা বৈঠকে এল না। যদিও প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাহলে কি ভেস্তে গেল বৈঠক? বার বার বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার দায় কার। উঠছে প্রশ্ন? তাহলে কি প্রশাসনের দায় সারা ভাবের জন্যই জট কাটছে না। প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। ভাবাদিঘি আন্দোলনের নেতা সুকুমার সাঁতারা বলেন, আমাদের কোনও নোটিস করা হয়নি। ফোনে মৌখিকভাবে ডাকা। তাহলে কিভাবে বৈঠকে যাব। তাছাড়া বিডিও অফিসে গিয়ে আমরা বলে এসেছিলাম গ্রামে পুজো আছে। আপনারা পরের সপ্তাহে লিখিতভাবে জানাবেন। তাহলে আমরা বৈঠকে বসব। এদিন বৈঠক না হওয়ায় মহকুমার মানুষ হতাশা প্রকাশ করেছে। কি এক অদৃশ্য কারণে এখনো ভাবাদিঘির জট না কাটায় ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। যদিও ইতিমধ্যেই তারকেশ্বর থেকে গোঘাট পর্যন্ত রেল চলছে। কিন্তু ভাবাদিঘির জট না কাটায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে রেল গেল না। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত ও চরম গাফিলতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ভাবাদিঘির মানুষকে ব্যবহার করায় ভাবাদিঘির জট এখনও কাটেনি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ভাবাদিঘি মানুষের জেদ ও জলাশয় বাঁচানোর নামে রাজনীতি করার জন্যই সাধারণ মানুষ আজ তারকেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রেলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। গোঘাটের মানুষ গত বিধানসভায় ভাবাদিঘি ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপিকে সমর্থন করে এবং বিজেপির বিধায়ক হন বিশ্বনাথ কারক। প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ভাবাদিঘির জট কাটাতে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, আর কোনও সমস্যা নেই। জেলা শাসকের দায়িত্ব। রাজ্য জমি দিলেই হবে। বৈঠকে আমাকে ডাকা হয়নি। রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই ভাবাদিঘির জট কাটছে না। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ৫২ বিঘার ওই দিঘির (দিঘির নামেই গ্রামের নাম) একাংশ বুজিয়ে রেলপথ নির্মাণ হবে জানতে পেরে তাঁরা আপত্তি তোলেন এবং ভাবাদিঘির মানুষ আন্দোলন শুরু করে। তবে এদিন ভাবাদিঘির বৈঠক প্রসঙ্গে আরামবাগের মহকুমা শাসক রবি কুমার মিনা জানান, এটা অভ্যন্তরীণ একটা বৈঠক ছিল। ভাবাদিঘি থেকে আসেনি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আপনাদের পরে জানানো হবে। সবমিলিয়ে আবারও ভাবাদিঘির জট নিয়ে বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় হতাশ সাধারণ মানুষ।

মন্ত্রীর নাম করে হুমকি দিয়ে শ্রীঘরে প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মন্ত্রীর নাম করে হুমকি দিয়ে শ্রীঘরে প্রতাকক। মন্ত্রী শশী পাঁজার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে হুমকি দিতে গিয়ে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার রাজ শঙ্কর নামে বছর ৩৩ এর কলকাতার এক ব্যক্তি। আটক নীল বাতি লাগানো একটি চারচাকা গাড়ি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার বাসিন্দা রাজ শঙ্কর কদম্বগাছি এলাকার বিভিন্ন মানুষকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকী সেখান থেকে বাদ যাচ্ছিল না পুলিশ আধিকারিকরাও। মন্ত্রী শশী পাঁজার নাম ভাঙিয়ে একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন থানার পুলিশদেরকেও ফোন করতেন। বুধবার রাতে দত্তপুকুর থানার কদম্বাগাছি ফাঁড়ি এলাকায় নীল রঙের একটি চারচাকা গাড়ি করে এসে এলাকার সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিতেই তাদের সন্দেহ হয়। তারা ওই ব্যক্তিকে ধরে কদম্বগাছি ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ব্যক্তিকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি সঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করে গেছেন। ইতিমধ্যেই কদম্বগাছি ফাঁড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

লরির চাকায় পিষ্ট ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: খণ্ডঘোষ থানার ওজলপুকুর মোড়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীর নাম ফরিদা খাতুন (১৬) খণ্ডঘোষ থানার ওয়ারি গ্রামে তার বাড়ি। এ বছরে সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। বুধবার খণ্ডঘোষ হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তিও হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ সাইকেলে চড়ে ওজল পুকুর মোড়ে বাসে চাপতে আসছিল বর্ধমানে টিউশন পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর তখনই একটি লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় সে। স্থানীয় মানুষজন তাকে উদ্ধার করে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে খুব মেধাবি ছাত্রী ছিল সে এবং এ বছরই মাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করে খণ্ডঘোষ হাই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। ছাত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকাজুড়ে। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ভারতীয় সেনার মঙ্গল কামনায় দলীয় নেতৃত্ববৃন্দদের নিয়ে পুজো বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অপারেশন সিঁদুরের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনারা যোগ্য জবাব দিয়েছে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের। ভারতীয় সেনারা দক্ষতার সঙ্গে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়ে জঙ্গিদের একাধিক ঘাঁটি ভেঙে চুরমার করে দেশে ফিরে এসেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার সকালে পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি দলের নেতৃত্ববৃন্দ ও সাধারণ মানুষজনদের সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়ার বিখ্যাত রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের মৌতড়ের জাগ্রত মা বড়কালী মন্দিরে ও বাঘড়াই চন্ডীর মন্দিরে সেনা জওয়ানদের মঙ্গল কামনায় পুজো দিলেন। বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি জানান, পেহেলগাঁওতে পর্যটকদের ওপর নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে ভাবে পাকিস্তানের ওপর আঘাত এনে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করেছে তারি পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মঙ্গল কামনাতে জেলার জাগ্রত মৌতড়ের মা বড়কালী ও বাঘড়াই চন্ডীর মন্দিরে দলের নেতৃত্ববৃন্দ ও সাধারণ মানুষজনদের নিয়ে পুজো দিয়েছি।

বধূর রহস্যমৃত্যু, খুনের অভিযোগে দেহ আটকে বিক্ষোভ-ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু। খুনের অভিযোগ তুলে দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ। চলল ভাঙচুর। চরম উত্তেজনা নিউ টাউনশিপ থানার পাড়দহি এলাকায়। ঘটনাস্থলে নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশবাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। মৃতা গৃহবধূর নাম মায়া ঘোষ (২৮)। আটক স্বামী, শ্বশুর এবং শাশুড়ি।

জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর থানার কমলপুরের মায়া ঘোষের সঙ্গে দু'বছর আগে বিয়ে হয় পাড়দহি এলাকার সুশোভন মাইতির। মায়া ঘোষের বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মায়ার ওপর অত্যাচার করত স্বামী সুশোভন এবং শ্বশুর, শাশুড়ি। বুধবার দুপুরে খবর দেওয়া হয় মায়ার মৃত্যু হয়েছে। তারা মায়ার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছতেই দেখেন মায়ার ঝুলন্ত দেহ। তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। চালানো হয় ভাঙচুর। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছয় নিউ টাউনশিপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে ঘিরে ধরে শুরু হয় বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছয় আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমব্যাট ফোর্স। দু'ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়। তারপরেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত বাইক চালক, আহত শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মোটর বাইকে করে যাওয়ার পথে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির পেছনে এক মোটর বাইকের ধাক্কায় মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল মোটর বাইক চালকের। মৃত ওই মোটর বাইক চালকের নাম কার্তিক বাউরি (৩৭)। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চেলিয়ামার করগালি গ্রামে।

জানা যায়, বুধবার রাত্রে একটি শিশুকে নিয়ে মোটর বাইকে করে যাওয়ার পথে রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তায় দিগনগর গ্রামের কাছে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির পেছনে মোটর বাইকটি ধাক্কা মারলে ওই মোটর বাইক চালক কার্তিক বাউরির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আর গুরুতর আহত শিশুটিকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ কার্তিক বাউরিকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

প্রাক্তনীরাই ভরসা, নজর কাড়া সাফল্য ঝিকিরা হাইস্কুলের

মনোজ চক্রবর্তী ● উলুবেড়িয়া

হাওড়া ও হুগলির সীমান্তবর্তী এলাকা ঝিকিরা। মুন্ডেশ্বরী, দামোদরের জলে প্লাবিত হয় মাঝে মধ্যে। ঝিকিরা ও সন্নিহিত এলাকার মানুষের কৃষিকাজই প্রধান রুটিরুজির মাধ্যম। তবে লৌহজাত শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেকেই। এই গ্রামের ঝিকিরা হাই স্কুল শতাব্দী প্রাচীন। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৬০০। কিন্তু এই স্কুলের সরকারীভাবে শিক্ষক সংখ্যা এখন ১৯। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এই স্কুলের পঠনপাঠন স্বাভাবিক ভাবেই সঠিকভাবে চালানো অসম্ভব। কিন্তু এই স্কুলের একদল প্রাক্তনী বছরের বছর ধরে পঠনপাঠনকে সচল রাখতে হাল ধরে রয়েছেন। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ইতিহাস, সংস্কৃত সহ কয়েকটি বিষয়ে স্কুলের প্রাক্তনীরাই পড়াচ্ছেন। মোট দশজন প্রাক্তনী এই স্কুলের পঠন পাঠান যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ্য সংগত করে চলেছেন। যার ফল মিলছে হাতে নাতে। এবারে স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য ১০০ শতাংশ। এর মধ্যে ১১ জন আশি শতাংশের ও বেশি নম্বর পেয়েছে। আর এদের মধ্যে লড়াই করে সফলতা পেয়েছে অর্কপ্রিয় পন্ডিত। বাবা পেশায় দর্জি। স্বাভাবিক ভাবেই অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে পরিবারে। তবু এক বুক স্বপ্ন নিয়ে নিটের মতো পরীক্ষায় বসে ডাক্তার হতে চায় সে। কারণ গ্রামে ডাক্তারের অভাব। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুভাষমণি পাল ও প্রাক্তন ছাত্র তথা শিক্ষক তারাপদ শাসমল জানান, 'যে ভাবে অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে প্রাক্তনীরা যোগ্যতার সঙ্গে পড়াচ্ছেন বলেই এই সাফল্য এসেছে।' অন্যদিকে পরিচালন সমিতির সভাপতি সৌমিত্র রায় জানান, 'সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় স্কুলের এই সাফল্য।'

ঝাড়গ্রামে হাতি পিষে দিল যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলে হাতি তাড়াতে গিয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম সঞ্জিত মাহাতো (২৩)। সে সাঁকরাইলের কেন্দডাংরি গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, বুধবার রাতে জমির পাকা ধান পাহারা দেওয়ার সময় ৪টি হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে এবং গ্রামের কৃষকদের ধান ও সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি করতে থাকে। দিনের পর দিন হাতিগুলির এই তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা। বারবার বনদপ্তরকে জানিয়েও কোনও প্রতিকার না হওয়ায় হাতিগুলিকে নিজেরাই অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো সবাই জড়ো হয়ে হাতিগুলিকে সাঁকরাইলের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি হাতির সামনে পড়ে যায় ওই যুবক। হাতিটি তাকে পিষে দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে মৃত্যু হয় তার। গোটা ঘটনায় বনদপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।

থ্যালাসেমিয়া দিবসে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: থ্যালাসেমিয়া দিবসে আয়োজন করা হল রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। সিপিএম দলের দামোদর অজয় নর্থ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিবিরটি হয় অন্ডাল ব্লকের খান্দরা পঞ্চায়েতের নাগকাজোরা কোলিয়ারি দূর্গা মন্দির চত্বরে। দু'জন মহিলা সহ রক্তদান করেন মোট ২৫ জন। সংগৃহীত রক্ত দান করা হয় বর্ধমানের শহিদ শিবশংকর সেবা সমিতি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ১০২ জনের। শিবিরে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় প্রয়োজনীয় ঔষুধ।

সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর পূর্ব বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে উপভোক্তা সুরক্ষা আইনের বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলি কলেজে। কলেজে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপভোক্তা সুরক্ষা আইনে কিভাবে প্রতারণার শিকার হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কি করনীয় তা নিয়েও আলোচনা হয়।

এদিন একই সঙ্গে পরবর্তী সময় ম্যাজিক শো এবং কুইজ কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার শেষে অনিতা পাল বলেন, আমরা বিভিন্ন কলেজে এই সেমিনার আয়োজন করছি। তারা কি ভাবে প্রতারণা থেকে বাঁচবে সেই বিষয় নিয়ে নানান আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর বিভাস চন্দ্র সাহা, কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্যামসুন্দর ব্যানার্জি, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ আরও অনেকে।

উচ্চমাধ্যমিকে ৩১৬ নম্বরপ্রাপ্ত সুজলি আর নেই

ক্যান্সারে চিরতরে বিদায় নিয়েছে

বনস্পতি দে ● হুগলি

রেজাল্ট বেরনোর পর দেখা গেল, সুজলি ৩১৬ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। তবে এই আনন্দ উদযাপন করবে কে? সুজলিই তো নেই। ২৮ এপ্রিল মারণ রোগ ক্যান্সার চিরতরে শেষ করে দিয়েছে তাকে। কেমো শরীরটা একেবারে ভেঙে দিয়েছিল মেয়েটার। তবু তার দু' চোখে ছিল দিদিমণি হওয়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে সত্যি করতেই হাসপাতালের বেডে বসে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল চন্দননগরের সুজলি পাত্র।

সুজলির যখন ১১ দিন বয়স, মা মারা যান। বাবা নতুন করে জীবন শুরু করেন। সেই থেকে সুজলির দেখভালের দায়িত্ব মামার। চন্দননগর কেএমডিএ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় মামার বাড়ি। সুজলি যখন একাদশ শ্রেণিতে, সেই সময় ক্যান্সার ধরা পড়ে। প্রথমে ওভারিতে টিউমার। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর জানা যায় তা ম্যালিগন্যান্ট। সেই থেকে নতুন লড়াই শুরু সুজলির, যে লড়াই থামল ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে। পড়াশোনায় সুজলি বরাবরই ভালো ছিল। দিদিমণিরাও খুব ভালোবাসতেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার হুগলি জেলার জয়েন্ট কনভেনার শুভেন্দু গড়াইয়েরও মনে আছে, পরীক্ষা চলাকালীন সুজলি অসুস্থ হওয়ার পর কী ভাবে হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। মন খারাপ তাঁরও। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শরীর খারাপ করেছিল সুজলির। এনআরএসের বেডে বসে চারটি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ভালো ভাবে পাশ করল, কিন্তু রেজাল্টটা দেখা হল না। মন খারাপ স্কুলের দিদিমণিদের। কান্না দলা পাকিয়ে আসছে মামার গলার কাছেও।

মামা সত্যজিৎ রায় মণ্ডলপাড়া জুট মিলে কাজ করেন। খুব কষ্ট করে ভাগ্নিকে মানুষ করছিলেন। বুধবার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা মণ্ডল যখন ফোন করে সুজলির পাশের খবরটা দেন, কেঁদে ফেলেন মামা। সেই কবে কোলে করে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন ভাগ্নিকে। মাসখানেক আগে তাকে চিরবিদায় দিতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। এখনও সামলাতে পারলেন না নিজেকে।

টিউশন ছাড়াই উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্য আদিবাসী কন্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঝাঁটিপাহাড়ি প্রীতি কল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শিপ্রা মান্ডি। উচ্চ মাধ্যমিকে আর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৬ মাত্র দু' নম্বরের জন্য টপ টেনের তালিকায় থাকতে না পারায় মন খারাপ ছাতনার এই মেধাবী মেয়ের।

ছাতনা ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম ছাচনপুরে বাড়ি শিপ্রা মান্ডির। বাড়ি থেকে সাইকেলে করে রোজ ৬ কিলোমিটার দূরে ঝাঁটিপাহাড়ি প্রীতি কল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছত সে। প্রাইভেট শিক্ষক নয়, স্কুলের শিক্ষকদেরই পড়াশোনায় পাশে পেয়েছে বলে জানিয়েছে শিপ্রা। শুধুমাত্র ইংরেজির জন্য প্রাইভেট নিয়েছিল সে। বাকি বিষয়ে বিদ্যালয়ের সাজেশন, বাড়িতে বাবার গাইড এবং নিজের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের জেরেই এই সাফল্য। শিপ্রার বাবা বৈদ্যনাথ মান্ডি পেশায় রঘুনাথপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। মা দেবকী মান্ডি গৃহবধূ। পড়াশোনার পাশাপাশি মায়ের সাংসারিক কাজে সহায়তা ও বাড়ির ফুলবাগান পরিচর্চা করতে ভালোবাসে শিপ্রা।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিপ্রা জানিয়েছে, 'সব বিষয়ে প্রাইভেট নিইনি, অসুবিধা হলে স্কুল টিচারদের জিজ্ঞাসা করতাম। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার ইচ্ছে রয়েছে।' 'মাত্র দুই নম্বরের জন্য মেধাতালিকায় নাম না থাকায় মন খারাপ হলেও, মেয়ের এই রেজাল্টে মা হিসেবে আমি গর্বিত' বলে জানিয়েছেন শিপ্রার মা দেবকী মান্ডি। এ প্রসঙ্গে ঝাঁটিপাহাড়ি প্রীতি কল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নন্দিনী প্রতিহার জানিয়েছেন, 'শিপ্রার বাড়ি দূরে হলেও সে প্রতিদিন স্কুলে আসত। তার পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, বাধ্যতা ও পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা তাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। আমরা ওর জন্য গর্বিত।' বৃহস্পতিবার ছাতনা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল শিপ্রার বাড়ি গিয়ে ফুলের তোড়া, মিষ্টির প্যাকেট ও পড়াশোনা সামগ্রী উপহার দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানান।

ধরমশালায় ম্যাচের আগে সেনাদের সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সফল বাস্তবায়নের পর বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএল ম্যাচ। একই পথেই হেঁটে এবার ধর্মশালার ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত হল এক বিশেষ অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার পঞ্জাব কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ শুরুর আগে ভারতীয় সেনাকে সম্মান জানিয়ে আয়োজন করা হল দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান। মঞ্চে গান গাইলেন জনপ্রিয় গায়ক বি প্রাক।

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, WBSRDA, South 24 Parganas Division invites item rate **EOI-01 of 2025-26,** for Data Entry of **DRRP of PMGSY-IV** work. **The Last date of bid submission is 17.05.2025 at 17.30 hours.** Details of which may be viewed in the **Website www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

ধরমশালায় ব্ল্যাকআউট, মাঝপথেই খেলা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রভাব পড়ল আইপিএল ম্যাচে! পাঞ্জাব কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে খেলা চলাকালীন তা বাতিল হয়ে গেল। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে তিনটি ফ্লাডলাইট বন্ধ হয়ে যায়। এরপরেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত স্টেডিয়াম ছেড়ে বের করা হয় দর্শকদের। নিরাপদে ফেরানো হচ্ছে ক্রিকেটারদের। পরে ম্যাচটা বাতিল করে দেওয়া হয়।

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144
QUOTATIONS
Quotations are invited from reputed agency/supplier for Supplying Laboratory KIT our Health Dept. under Baruipur Municipality. **Quotation no. 01/Health of 2025-26 dated: 08.05.2025, last date: 19.05.2025 up to 2 PM.** Details information may be obtained during office hours.
By order/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

পুলিশে যোগ দিলেন সন্তোষের নায়ক রবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তোষ জয়ের অন্যতম নায়ক রবি হাঁসদা। সন্তোষ ট্রফি জয়ের পরই প্রত্যেককে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের চাকরিতে যোগ দিলেন রবি হাঁসদা।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস্/১৭-২০২৫ -তে সংশোধনী-১। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার মেট্রো রেল ভবনের ১২ তম এবং ১৩ তম ফ্লোরে ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্কিং ও কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অডিও/ভিডিও স্থাপন সহ ১৫ তম ফ্লোরে অডিটোরিয়াম কাজ সম্পাদন। **আইটেম যুক্ত হয়েছেঃ নথিপত্রের বিবরণঃ** টেন্ডার নথিপত্র, **ফাইলের নামঃ** Tenderdocumentsofauditorium 3004251.pdf। **আইটেম বাদ দেওয়া হয়েছেঃ নথিপত্রের বিবরণঃ** টেন্ডার নথিপত্র, **ফাইলের নামঃ** auditoriumtender document010525.pdf। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডে. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE
RAIPUR GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O-SABDARNAGAR✷
P.S.–NOWDA✷DIST-MURSHIDABAD
TENDERNOTICE
E-Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No:-01/Raipur GP/2025-26 & 02/Raipur GP/2025-26 With Vide Memo No. 221/RGP /15th FC (Tied)/2025-26 & 222/RGP/15th FC (Untied)/ 2025-26, Dated:-05-05-2025,** The Last date for online submission of tender is **16/05/ 2025 Upto 11.00 A.M.**
For details, please visit website:
- **htpps://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post.: Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 04/DOM/GGP/15th FC 2025-26. Publishing & Bid Submission Start Date: **7/5/2025 from 9.00 AM.** Bid Submission Closing Date: **17/5/2025 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **19/5/2025 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post.: Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 05/DOM/GGP/15th FC 2025-26, 06/DOM/GGP/15th FC 2025-26 & 07/DOM/GGP/15th FC 2025-26 Publishing & Bid Submission Start Date: **8/5/2025 from 12.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **17/5/2025 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **19/5/2025 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
নং. ওএইচ/২/১/ডিইএনএল তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৫, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এইমস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/২/ এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং (১); টেন্ডার নং ঃ ১৮_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডিকেএই-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (এইচবিসি লাইনে কিমি ৬৬/০-১০৪/০, এমএল ৯০/২৭-১০৪/০-এর মধ্যে); **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৭৬,৭৫,২৩৯.১৯ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৮,৪০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **ক্র.নং (২); টেন্ডার নং ঃ ১৯_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডিকেএই-র অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে /ডিকেএই-র শাখায় এসিসিএল কমপ্লেক্স, ডিডিজে-ডিকেএই, আরসিডি-বিটিএনজি, বিজেডএল-আরসিডি শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৪৭,৬১,০৩৯.৫৫ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,২৩,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম নং ১ ও ২ এর জন্য ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৫. ২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
(HWH-79/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/09/WS/25-26, E-Tender ID: 2025_MAD_843524_1
Categories of Work: Ferrule Shifting. Last date of Submission of Tender **21.05.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post.: Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 08/DOM/GGP/15th FC 2025-26. Publishing & Bid Submission Start Date: **8/5/2025 from 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **17/5/2025 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **19/5/2025 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অকশন-এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৫ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের থেকে যাত্রাকারী ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর-এর লিজিং-এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগে অন্তর্ভুক্ত বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামে অংশ নিতে www.ireps.gov.in -এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস- III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণ প্রয়োজন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৫ডি; নিলাম শুরুর তারিখ/সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়; **ট্রেন ঃ** ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর।
(HWH-75/2025-26)
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow : **E-NIT No.272/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_838253_2,**
E-NIT No.273/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_838283_2,
E-NIT No.292/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_843345_1,
E-NIT No.293/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_843377_1.
Last date of Bid Submission : **21.05.2025 at 11.00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

পহলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

69HG, তাং ১৬.১২.১৯৬৫
গ্রাম ও পোস্ট ঃ পহলমপুর, ব্লক ঃ সিঙ্গুর, জেলা ঃ হুগলি

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা অত্র সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জানানো যাইতেছে যে সমিতির পরিচালক মন্ডলের সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ০৪.০৬.২০২৫ তারিখ বুধবার ভোট গ্রহণ করা হইবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও পরিচালক মন্ডলের সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তি সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১, তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায়ের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বিজ্ঞপ্তি সহিত সংযোজিত হইল। উক্ত দিনে বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে সকল প্রতিনিধিদের। ধন্যবাদান্তে।
ঝুম্পা মুখার্জি
তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৫ **সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, হুগলী রেঞ্জ**

পরিচালন সমিতি (BOARD OF DIRECTORS) নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক তথা হুগলি রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং. ৩৮৪ তারিখ ০৪.০৪.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ঝুম্পা মুখার্জি ও সৌমেন মিত্র, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, পহলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত প্রতিনিধিকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির পরিচালন সমিতির (BOARD OF DIRECTORS) নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট (Election Schedule) প্রকাশ করা হল। সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধির উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহন একান্ত ভাবে কাম্য।
ঝুম্পা মুখার্জি ও সৌমেন মিত্র
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৫
পহলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

No. of BOD to be elected :

No. of Directors to be elected	অসংরক্ষিত (unreserved) to be elected	No. of SC / ST (তপঃ জাতি / উপজাতি) Directors to be elected	No. of women (মহিলা) Directors to be elected
12	09	1	2

পরিচালন সমিতি(BOARD OF DIRECTORS) নির্বাচনী নির্ঘণ্ট(Election Schedule)

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যাক্তির নাম / পদ
১.	পূরণ করা মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ ও জমা। মনোনয়ন পত্রের কপি বিনামূল্যে সমিতি থেকে পাওয়া যাবে।	২০.০৫.২০২৫ ও ২১.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ২.৩০টা পর্যন্ত	Authorized person by the A.R.O. /A.R.O.
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৩.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২.৩০টা থেকে	A.R.O.
৩.	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৩.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয় এর নোটিশ বোর্ড	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	A.R.O.
৪.	মনোনয়নপত্রের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার	২৪.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	বেলা ১২.৩০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	A.R.O.
৫.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	২৪.০৫.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয় এর নোটিশ বোর্ড	বেলা ৩টার পর	A.R.O.
৬.	ভোট গ্রহণ	০৪.০৬.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	Polling personnel assigned by the Returning Officer, Hooghly
৭.	ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা		সমিতির প্রধান কার্যালয়	ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর	
৮.	বিজয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান	০৪.০৬.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	ফলাফল ঘোষণার পর	

বিঃ দ্রঃ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন আয়োগ কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রযোজ্য। EPIC না থাকলে নির্বাচনের দিন প্রত্যেক ভোটারকে ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত যে কোন একটি সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। নির্বাচনের প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ ও নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে। প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়েই ভোট দিতে হইবে। ভোটার সর্বাধিক সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হইবে।
ঝুম্পা মুখার্জি ও সৌমেন মিত্র
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
পহলমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality
NOTICE
A corrigendum has been published against **NIQ no. WBMAD/CM/HSC/AMRUT2 /NIQ3/24-25, Dt:-24.03. 2025** under AMRUT 2.0 scheme. For further information, please visit **www. wbtenders.gov.in**

Office of the Prodhan
JURANPUR GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NIET No. 01/15th CFC/2025-26, 02/15th CFC/2025-26, 03/15th CFC/2025-26 Memo No:-369/ JGP/2025 & 370/JGP/2025 & 370 JGP/2025. Last Date of Issuing Tender Paper: **16.05.2025 Up to 18.00 Hours.** Submission Date From: **09.05.2025 (10.00 Hours)**
Tender Opening Date: **19.05.2025 at 12.00 Hours.**
For Details Contact with the Office of the Undersigned at Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

ড্রাই/অয়েল-টাইপ ট্র্যান্সফর্মার সহ ইলেক্ট্রিক্যাল সাব -স্টেশন এর জন্য টেন্ডার আহ্বান
ডিএনপি হাইট, ১১ ডা. বিধানচন্দ্র রায় রোড, দক্ষিণ জগদ্দল, ২৪ পরগনা (দ) কলকাতা : ৭০০০১৫১ স্থিত ১৫৫ ফ্ল্যাট বিশিষ্ট এক বহুতল ৪ টাওয়ার কমপ্লেক্সে ১১/.৪৪৩ কেভি ইলেক্ট্রিক্যাল সাব-স্টেশন ড্রাই/অয়েল-টাইপ ট্রান্স ফর্মার (প্রযোজ্য মতে) এর ডিজাইন, লেআউট, সরবরাহ এবং সংস্থাপনের জন্য প.ব. এর ইলেক্ট্রিক্যাল কনট্রাকটরি লাইসেন্সধারী প্রখ্যাত ইলেক্ট্রিক্যাল ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
সিলকরা টেন্ডার সফট এবং হার্ড কপি সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে:
STARLITEINFRACON@GMAIL.COM
DNPHWA2000@GMAIL.COM
যোগাযোগের ব্যক্তির ঠিকানা টেন্ডার দাখিলের এবং সাইট পর্যবেক্ষণের জন্য আগাম অনুমতি সাপেক্ষে :
৭৯৮০৭৩১১৩০ / ৯৮৩০১৮৬৫৯০;
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী, ডিএনপি হাইটস, ১১ ডা. বিধান চন্দ্র রায় রোড, ফ্ল্যাট নং ২ (জি-২), ব্লক -এ, কলকাতা : ৭০০১৫১

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur-I Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-07/KGP-I/2024-25(3rd call), E-01/KGP-I/2025-26 (2nd call), E-03/KGP-I/2025-26,** Last date of submission **19.05.2025 up to 1p.m. & 3p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

Office of the Prodhan
JURANPUR GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NIET No. 11/15th CFC/2024-25, (2nd Call) & 13/15th CFC/2024-25,(2nd Call) Memo No:-359/JGP/2025 & 368/JGP/2025
Last Date of Issuing Tender Paper: **16.05.2025 Up to 18.00 Hours**
Submission Date From: **08.05.2025 (16.00 Hours)**
Tender Opening Date: **19.05.2025 at 12.00 Hours**
For Details Contact with the Office of the Undersigned at Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০১, তারিখ ০৭.০৫.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর- ৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে ও দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** (১) ০৮টি লেভেল ক্রশিং গেটের ইন্টারলকিং ঃ কেএ-৩, কেএ-৯, কেওয়াই-১১, পিএইচ-২, পিএইচ-৮, পিএইচ-১০, এইচএ-২২ এবং এইচএ-২৭, (২) নিমপুরা-গোকুলপুর ঃ খড়গপুর ডিভিশনের নিমপুরা-গোকুলপুর শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং কেওয়াই-১২-র ইন্টারলকিং এবং (৩) খড়গপুর ডিভিসনে লেভেল ক্রশিং নং পিএইচ-১৮, পিএইচ-২৩, পিএইচ-৪৬, পিএইচ-৫৫, পিএইচ-৫৯, টিডি-১০ এবং টিডি-৩৫-তে আরডিএসও অনুমোদিত আইপিএস সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জামের; অতি পুরনো ৯টি ইলেকট্রিক লিফ্টিং ব্যারিয়ার এবং ইএলবি-এর বিভিন্ন অংশের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৩,২৭,২৭৮.৯০ টাকা। **ইএমডিঃ** ১,০৬,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৯.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৫.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-135)**

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/20/25-26 Dated 17.04.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia= 600mm(NP3)] & Bituminous Road (Length 268.00m) inside Bikrampur opposite Pepsi of Ward No.-28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 43,20,290.00

Bid Submission end date is being extended from **06.05.2025 at 11-00 hrs to 15.05.2025 at 17-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.:02/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2025-26. (FOR-4 NosWORKS) Dated: 06/05/2025.** Last date of Bid submission **16.05.2025 upto 02:00 Hours. F**or details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/08/WS/25-26, E-Tender ID: 2025_MAD_843366_1.
Categories of Work: Supply of Miscellaneous items. Last date of Submission of Tender **27.05.2025.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-01/2025- 2026 Dated: 07-05-2025.** The last date for online submission of tender is **17-05-2025 (Saturday) upto 15:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-02/2025-2026 Dated: 07-05-2025** The last date for online submission of tender is **24-05-2025 (Saturday) upto 15:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 30 to 45/2025-2026 Dated- 08-05-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at North 24 Parganas, Coochbehra, Nadia, Jhargram, Purulia, Dakshin Dinajpur, Burdwan, Malda, Bankura and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **09-05-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **16-05-2025, 20-05-2025 and 23-05-2025 upto 3.00 pm**
Date: 08.05.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs
NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	4/SBM/NIT/SPGP/2025	Construction of Vertical Filter with Silt Chamber Near House of 1) Basudeb Naskar 2)Sanjay Haldar 3) Jagadish Das 4) Ranjan Maity 5) Madan Haldar 6) Debprasad Poddar 7)Bibek Poddar 8)Mahadeb Poddar	Rs 2,35,896.00
2.	5/SBM/NIT/SPGP/2025	Construction of Vertical Filter with Silt Chamber Near House of 1) Paragranjan Patra 2)House of Subhasish Patra 3) Gopal Jana 4)Prabhash Day 5) Lakshmi Sahoo 6) 73 no. ICDS Centre	Rs 1,76,922.00
3.	6/SBM/NIT/SPGP/2025	Construction of Vertical Filter with Silt Chamber Near House of 1) P.H.E at Srinarayanpur 2) Pradip Bayen 3) Ujjwal Halder	Rs 88,461.00
4.	7/SBM/NIT/SPGP/2025	Construction of Vertical Filter with Silt Chamber Near House of 1) Satyen Kayal 2)Near 446 no. ICDS	Rs 58,974.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	09-05-2025 10:30:00
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	14-05-2025 10:30:00
3	Earnest money depositing end date & time	14-05-2025 10:30:00
4	Bid opening date & time	16-05-2025 12:30:00

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

মধ্যমান্দড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম:-মান্দড়া, থানা:- ধনিয়াখালী, জিলা- হুগলী,
নিবন্ধন সংখ্যা : 05HG তারিখ -20.07.1955

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা মধ্যমান্দড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গন কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি 15.06.2025 (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত মান্দরা বাদলচন্দ্র ঘোশাল হাই স্কুল এ নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬,পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে **পরিচালক মণ্ডলীর ৯(নয়) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১(এক) টি আসন তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)**নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।
১. আলোচ্যসূচি :পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ০৮/০৫/২০২৫ **স্বা/- দীনবন্ধু ঘোষ**
স্থান : মান্দড়া **সম্পাদক**
মধ্যমান্দড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর ৯টি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।
২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৯/০৫/২০২৫ ২০/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২২/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২২/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৩/০৫/২০২৫ বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৩/০৫/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	২৩/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	প্রার্থীদের প্রতীক বিতরণ (যদি প্রয়োজন হয়)	২৮/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	১৫/০৬/২০২৫	মান্দরা বাদলচন্দ্র ঘোশাল হাই স্কুল	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮	ভোট গণনা	১৫/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	১৫/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ
সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. কোন সদস্য/ ভোটার / প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
স্বা/- শ্রী সমীর মুখাজ্জী **স্বা/- শ্রী চঞ্চল রায়**
তারিখ : ০৮/০৫/২০২৫ **এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,**
স্থান: মান্দড়া **মধ্যমান্দড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ঠিকানা : গ্রাম+পোষ্ট- গুড়াপ, ধনিয়াখালী, হুগলী, পিন-৭১২৩০৩
নিবন্ধন সংখ্যা : 9HG DATE -26.02.1977

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গন কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি 15.06.2025 (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত বালিদহ প্রাথমিক স্কুল এ নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬,পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর ১২(বার) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১(এক) টি আসন তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।
১. আলোচ্যসূচি : পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ০৮/০৫/২০২৫ **স্বা/- চঞ্চল রায়**
স্থান : গুড়াপ **স্পেশাল অফিসার**
গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর ১২ টি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।
২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৯/০৫/২০২৫ ২০/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২২/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২২/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৩/০৫/২০২৫ বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৩/০৫/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	২৩/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	প্রার্থীদের প্রতীক বিতরণ (যদি প্রয়োজন হয়)	২৮/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৭	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	১৫/০৬/২০২৫	বালিদহ প্রাইমারি স্কুল	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮	ভোট গণনা	১৫/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	১৫/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ
সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. কোন সদস্য/ ভোটার / প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
স্বা/- সমীর মুখাজ্জী **স্বা/- চঞ্চল রায়**
তারিখ : ০৮/০৫/২০২৫ **সহকারি রিটার্নিং অফিসার,**
স্থান: গুড়াপ **গুড়াপ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে থ্রিলার এবং সাসপেন্স এর জমজমাট ছবি

‘দুর্গাপুর জংশন’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

২৫শে এপ্রিল ২০২৫ বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে, ‘শিবপুর’খ্যাত পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্যের নতুন ছবি ‘দুর্গাপুর জংশন’। বহুদিন পূর্বে সুদূর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া একটি নির্মম, ভয়ংকর হত্যা লীলার সত্যঘটনাকে অবলম্বন করে, পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্য এই ছবিতে থ্রিলারের জাল বুনেছেন। পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন কলকাতার বাইরের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট নগরী দুর্গাপুর কে। চিরাচরিত বাংলা ছবির কনসেপ্ট এর বাইরে গিয়ে যারা একটু অন্য ধরনের থ্রিলারধর্মী ছবি দেখতে ভালোবাসেন, তাদের অবশ্যই ভালো লাগবে অরিন্দম ভট্টাচার্যের পরিচালনায়, ড্রিম লাইনার ইন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে এই নতুন বাংলা ছবি ‘দুর্গাপুর জংশন’। একটি সফল সাসপেন্স এবং থ্রিলার ধর্মী ছবির প্রাথমিক শর্ত হল, প্রত্যেকটি দর্শককে তার নির্দিষ্ট দর্শকাসনে ছবির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত রহস্য রোমাঞ্চ এবং সাসপেন্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে, ছবিটির একটি অংশ হিসেবে অধীর আগ্রহ এবং উত্তেজনার সঙ্গে বসিয়ে রাখা। ‘দুর্গাপুর জংশন’ ছবিটির ক্ষেত্রে পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্য এবং তার টিম সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা রেখেছেন সেই শর্ত পূরণ করতে।ছবিটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়,বিক্রম চ্যাটার্জি, একাবলী খান্না। এছাড়াও অভিনয় করেছেন শ্রীময়ী মজুমদার, রাজদীপ সরকার, প্রদীপ ধর এবং আরো অনেকে। এই ছবিটিতে দেখা যায়, দুর্গাপুরে পরপর ঘটে চলে বেশকিছু অস্বাভাবিক রহস্যে মোড়া মৃত্যুর ঘটনা। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রথমে তদন্তে নামে পুলিশ, পরবর্তীতে সিআইডি। ক্রমশ তদন্তে উঠে আসে এক ধরনের জাল এবং বিষাক্ত ভিটামিনের ওষুধ এই রহস্যময় মৃত্যুগুলির একমাত্র কারণ এবং এগুলির কোনোটিই স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, প্রত্যেকটিই ঠান্ডা মাথার খুন বা মার্ডার। রহস্য আরো ঘনীভূত হয়। কে বা কারা এই রহস্যময় মর্মান্তিক হত্যা লীলার জন্য দায়ী? এই সিরিয়াল হত্যাকাণ্ড গুলির ব্যাকগ্রাউন্ড মোটিভ ই বা কি? তদন্ত, ধরপাকড়, এনকাউন্টার সবকিছুই চলতে থাকে রহস্যের কিনারা করতে। থ্রিলার ধর্মী ছবির যাবতীয় রসদ পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্য ব্যবহার করেছেন এই ছবিটিকে সম্পূর্ণ করতে। ছবিতে অ্যাংরি ইয়াংম্যান সিআইডি অফিসারের (সৌম্য সেন) চরিত্রে বিক্রম চ্যাটার্জী স্মার্ট এবং যথাযথ অভিনয় করেছেন। চকলেট হিরোর ইমেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে বা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে তিনি যে সক্ষম, তার পরিচয় তিনি ইতিপূর্বেই ‘পারিয়া’ ছবিতে দিয়েছিলেন। তার রিলিজ হওয়া বিগত প্রত্যেকটি ছবিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন নিজেকে আরও পরিণত এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে। তার এই পরিশ্রমের ফল হিসেবেই বিভিন্ন পরিচালক এবং প্রযোজক তার উপর ভরসা রাখছেন বিভিন্ন ছবিতে তাকে মুখ্য ভূমিকায় নির্বাচন করে। একজন নির্ভীক মহিলা সাংবাদিকের (উষসী) ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন অভিজ্ঞ অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। এই ছবিতে ঘটনাচক্রে উষসীর স্বামীর ও মৃত্যু ঘটে। তাকে শুধু লাস্যময়ী আখ্যা দিলে হবে

না,চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে তার চরিত্রের সমস্ত ধরনের অভিব্যক্তি পর্দায় অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই বিশিষ্ট অভিনেত্রী। ছবিতে সততার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন এর কারণে তার চাকরি চলে যায়। বর্তমান দিনে সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতার উপর বা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপরে এই চাপ বা আঘাতের ঘটনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ‘মানুষ টাকার জন্য কিডনি বেচে জানতাম, শিরদাঁড়া টুকুও বেচা যায় সেটা আজকে জানলাম’ সংলাপটি মনে দাগ কেটে যায়। অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের স্মার্ট এবং দক্ষ অভিনয় শৈলী এ ছবির প্রত্যেকটি দর্শকের অবশ্যই ভালো লাগবে। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের (গৌরী) চরিত্রে, একাবলি খান্না চিত্রনাট্যের চরিত্র অনুযায়ী যথেষ্ট স্মার্ট এবং যথাযথ অভিনয় করেছেন। ডিসুজা নামের বৃদ্ধার চরিত্রে শ্রীময়ী মজুমদার যথেষ্ট সাবলীল। রাজদীপ সরকারের অভিনয় ও দর্শকদের ভালো লাগবে। কমেডিয়ান ও চরিত্রাভিনেতা প্রদীপ ধরও এই ছবিটিতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাবলীলতার সাথে অভিনয় করেছেন। পরিচালক হিসেবে অরিন্দম ভট্টাচার্য, তার বিগত ছবি পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরো সমৃদ্ধ হয়েছেন সেটা বোঝা যায়। টানটান উত্তেজনা এবং সাসপেন্সে ভরপুর চিত্রনাট্যের ছবিটি কোথাও একঘেয়ে মনে হবে না। প্রত্যেকটি দৃশ্য যথেষ্ট কৌতূহলের সাথে দর্শকদের দেখতে হবে। থ্রিলার ছবিটির সাসপেন্স ছবিটির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। ছবিটির প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে চমক আরো বেশি রয়েছে। এই ছবিতে যেরকম ভাবে জাল ওষুধ এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার বিষয়গুলি দেখানো হয়েছে তা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ছবিতে গানের ব্যবহার গুলি খুব সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। রুপম ইসলামের গাওয়া গানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। প্রসেনজিৎ চৌধুরীর সিনেমাটোগ্রাফি এক কথায় অসাধারণ। নীলচে রঙের ছবির জাদুতে রহস্য রোমাঞ্চকে আরো গাড় করেছেন তিনি।

এডিটিং এর কাজ যথেষ্ট দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন সুজয় দত্ত রায়। সংগীতের মাধ্যমে চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছেন সৃজন দেব। চিরাচরিত বাংলা ছবির গণ্ডির বাইরে অ্যাকশন সমৃদ্ধ, সাসপেন্সে ভরপুর নতুন এই থ্রিলার ছবি ‘দুর্গাপুর জংশন’ সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে।

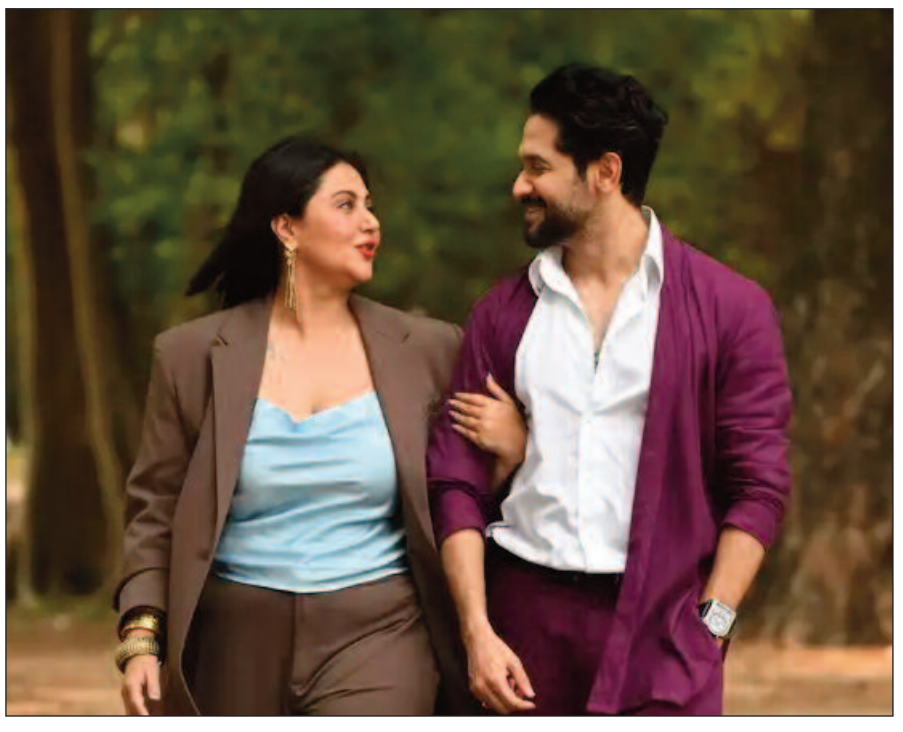

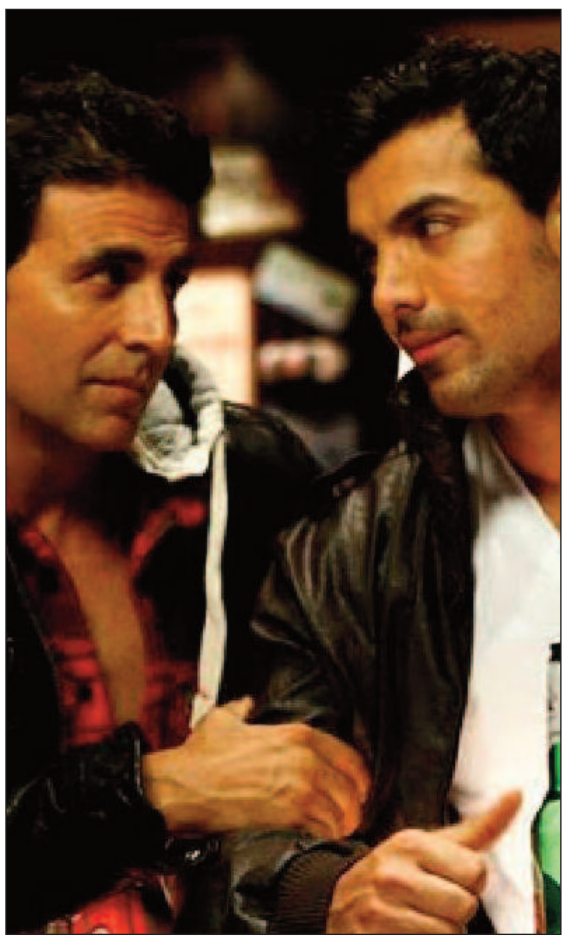

চলতি বছরেই আসছে ‘গরম মসালা ২’ ও ‘দেশি বয়জ ২’, অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধা নিয়ে কী বললেন জন আব্রাহাম?

অক্ষয় কুমারের সঙ্গে সম্ভবত ফের এক ফ্রেমে দেখা যেতে পারে জনকে! একের পর এক জনপ্রিয় কমেডি ছবি উপহার দিয়েছেন এই দুই তারকা;‘গরম মসালা’, ‘দেশি বয়জ’, ‘হাউসফুল ২’;তবুও দীর্ঘদিন পর্দায় একসঙ্গে দেখা যায়নি তাঁদের। অবশেষে, জন নিজেই ইঙ্গিত দিলেন তাঁদের রিইউনিয়নের!

এক সাক্ষাৎকারে জন স্পষ্ট জানিয়েছেন;অক্ষয়ের সঙ্গে ফের কাজ করার দারুণ ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। তাঁর কথায়,আমি মাঝে মাঝে অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলি। তবে রোহিত ধাওয়ানের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ও শুধু পরিচালক নয়, আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ‘দেশি বয়জ’ আর ‘ঢিশুম’ দুটো ছবিই ওর সঙ্গে করেছি, আর আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। আর তারপরেই এল সেই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি; হ্যাঁ, আমরা খুব উত্তেজিত ‘গরম মসালা ২’ বা ‘দেশি

বয়জ ২’;বা দুটোই;নিয়ে কিছু করার জন্য। এগুলো করলে ভীষণ মজা হবে। আমি তো বলব, অক্ষয়ের সঙ্গে কাজ করা মানেই ছুটিতে যাওয়ার মতো! ও অসাধারণ মানুষ, আর আমরা একসঙ্গে থাকলে সবসময় দুর্দান্ত সময় কাটে। এই ছবি দু’টো হলে আমি সবচেয়ে খুশি হব। আমি কমেডি খুব ভালবাসি;থিয়েটারে ঢুকে দর্শক যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে, এর থেকে ভাল আর কী হতে পারে!

সাক্ষাৎকারে জন আরও জানান, অক্ষয় ‘সবথেকে নিয়মানুবর্তিতা অভিনেতা’ ট্যাগটা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর মতে তিনিও কম যান না। অক্ষয়ের সঙ্গে আমি সময় কাটাতে খুবই পছন্দ করি, একদম ‘বয় থিং’! আমরা দুজনেই ভোরবেলা উঠি, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোই;হ্যাঁ, ও ডিসিপ্লিনড ঠিকই, কিন্তু আমি সম্ভবত একটু বেশি। তবে এই মুকুটটা ওর কাছেই থাক।

এখনও পর্যন্ত ‘গরম মসলা’, ‘দেশি বয়েজ’-এর কোনও সিক্যুয়েল নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। তবে জনের মুখে এই সরাসরি ইঙ্গিত, অক্ষয়ের সঙ্গে আলাপ এবং রোহিত ধাওয়ানের সক্রিয় যোগাযোগ;সব মিলিয়ে একটাই জল্পনা ঘিরে ধরেছে বলিপাড়া ‘গরম মসালা ২’ নাকি ‘দেশি বয়জ ২’, কোনটা আগে আসছে?’

জন-কে যতটা আশাবাদী শোনা গেল, তাতে মনে হচ্ছে বলিউডের এই ব্লকবাস্টার জুটির কামব্যাক শুধুই সময়ের অপেক্ষা!